

পদ্ম শিবিরে যোগ দিলেন দুই প্রধানে খেলা গোলকিপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রভানু গোলকিপার অরিন্দম ভট্টাচার্য। মোহন, ইস্টে দাপিয়ে খেলা এই গোলকিপার শুক্রবার যোগ দিলেন বিজেপিতে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তিনি বিজেপিতে যোগ দেনা। প্রসঙ্গত, আই লিগ ছাড়াও আইএসএলেও দাপিয়ে একটা সময় খেলেছেন অরিন্দম। আইএসএলের দল এটিকে, মুম্বই, নর্থ ইস্ট, পুনে সিটি, ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে খেলেছেন। গত বছর ইস্টার কাশি দলের হয়ে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এরপরই তিনি ফুটবল থেকে অবসর নেন। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন কলকাতা ময়দানে দাপিয়ে খেলেছেন অরিন্দম। একটা সময় অন্যতম সেরা গোলকিপার বলা হত তাঁকে। সেই অরিন্দম ফুটবল ছাড়ার পর এলেন রাজনীতিতে। ভোটের আগেই যোগ দিলেন বিজেপিতে। এখন দেশার বিধানসভা ভোটে অরিন্দমকে প্রার্থী ঘোষণা করে কিনা রাজ্য বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, “পরিবর্তনের সাক্ষী হতে অরিন্দম ভট্টাচার্য বিজেপিতে যোগ দিলেন।” বিজেপিতে যোগ দিয়ে অরিন্দম বলেছেন, “অনেকদিন ধরেই বিজেপি করছি। এখন ভোটের সময়। অবসর নিয়েছি তাই মনে হল এটাই বেস্ট টাইম। আমাকে দল যে কাজ দেবে সেটাই ঠিকভাবে করার চেষ্টা করব। ফুটবল ও ফুটবলারদের জন্য কিছু করার চেষ্টা থাকবে।” তবে এটা ঘটনা, অরিন্দম বিজেপিতে যোগ দিলেও ভোটের প্রার্থী নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ক্ষোভ অব্যাহত। জেলা জেলা জুড়ে চলছে এই বিক্ষোভ। এমনকী প্রার্থী বদলের দাবি জানিয়ে সম্প্রদেকে বিজেপি দপ্তরেও বিক্ষোভ হয়েছে। এবার চন্দননগরে বিক্ষোভ বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন গুহকে নিয়ে। প্রার্থীর নাম জানা মাত্রই চন্দননগর জ্যোতির মোড়ে জডো হয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। জানা গিয়েছে, দীপাঞ্জন বাবু প্রার্থী হলে রাস্তা অরুণেয় করে বিক্ষোভ করার পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল একল দলীয় কর্মীদের। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী সেখানে মোতায়েন থাকায় রাস্তার পাশে ফুটপাতে দাঁড়িয়েই বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপি কর্মীরা।

রান্নার গ্যাস নিয়ে চিন্তা আরও কমল, এলপিজি-র বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বাড়িয়েছে জ্বালান সংকট। পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়বে কি না তা নিয়ে সশঙ্ক তৈরি হয়েছিল। তবে, গ্যাসের দাম বাড়লেও পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়েনি। সরকারের তরফে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানোর বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। এই আবহে এবার পেট্রল-ডিজেল নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। পেট্রল-ডিজেলের দামে লাগাম টানতে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার, কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রল-ডিজেল দুইয়ের ওপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক কমিয়েছে। লিটার প্রতি ১০ টাকা করে শুল্ক কমানো হয়েছে। এতদিন পেট্রলে লিটার প্রতি ১৩ টাকা অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক দিতে হত। এবার ১০টাকা করে শুল্ক কমানোয় পেট্রলের ওপর শুল্ক কমে হয়েছে লিটার প্রতি ৩ টাকা। ডিজলে প্রতি লিটার ১০টাকা করে শুল্ক দিতে হত। অতিরিক্ত শুল্ক কমানোয় এবার তাও দিতে হবে না। ডিজেলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক শূন্য। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পদক্ষেপের ফলে কি স্বস্তি পাতো চলেছেন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ? আবগারি শুল্ক কমলেই যে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমবে, তেমনটা নাও হতে পারে। তবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন পেট্রল-ডিজেলের দামে একটা প্রভাব পড়তে চলেছে। এই বিষয়ে অর্থনীতিবিদ অজিতাভ রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, বিষয়টা এমন যে একদিকে ১০ টাকা দাম বেড়েছে, আরেকদিকে আবগারি শুল্ক কমানো হয়েছে। হরদেবের বিষয়টা একই। তবে, পৃথিবীতে যে হারে তেলের দাম বাড়ছে, সেখানে যদি এখানে

কলকাতা নিয়ে এবার বড় চ্যালেঞ্জ কমিশনের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ এবছর খাস কলকাতায় ভোটের শতাংশ বাড়ানোই লক্ষ্য কমিশনের। স্পষ্ট করলেন সিইও মনোজ আগারওয়াল। তিনি জানান, কমিশনের লক্ষ্য ভোটের শতাংশের হার সারা রাজ্যে বৃদ্ধি করা। সেক্ষেত্রে গ্রাম তো বটেই, কলকাতাই কমিশনের মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক ভোটার যাতে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভোট দিতে যান, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন। সেক্ষেত্রে রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে কমিশনের তরফ থেকে প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিইও-র বক্তব্য, যত লোক ভোট দেবেন, ততই ভাল, ভোটের হার বাড়বে। তিনি এটা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, কলকাতায় ভোটের শতাংশ খুব কম। তবে এবারে ভোটের হার বাড়তে পারে বলে তিনি আশাবাদী। তাঁর কথায়, “এবার আশা করব মানুষ যাবেন ভোট দিতে।” কলকাতায় ভোটের হার যাতে ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ হয়, কমিশন তার ব্যবস্থা করছে বলে তিনি জানান। সেক্ষেত্রে বয়স্ক-অসুস্থ ভোটাররাও যাতে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত সহজে পৌঁছতে পারে, সেক্ষেত্রে অ্যাপ কাব সংস্থাগুলোর সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে বলে সিইও জানান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কলকাতা নয়, যে কোনও রাজ্যের প্রধান শহরগুলিতেও ভোটের হার বেশ খানিকটা কমই হয়। সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞদের একাংশের মতে, মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশের মধ্যে রাজনীতি বা ভোটারন নিয়ে এক ধরনের অনীহা দেখা যায়। ছুটির দিনে ভোট পড়লে অনেকে সেটাকে নিছক অবকাশ হিসেবে ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। কলকাতার বহু ভোটার কর্মসূত্রে শহরের বাইরে বা ভিন রাজ্যে



থাকেন। ভোটের সময় সবার পক্ষে বাড়ি ফিরে এসে ভোট দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার অনেকে কলকাতায় ভাড়া থাকলেও তাদের স্থায়ী ঠিকানা বা ভোটার কার্ড গ্রামের বাড়িতে থেকে যায়, ফলে শহরে তাদের নাম থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে ভোটারদের একটি অংশ মনে করেন যে নির্বাচনের ফলাফল আগে থেকেই নিশ্চিত, তাই তাদের একটি ভোটে বিশেষ পরিবর্তন হবে না। এছাড়া, বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর বা বুথের পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের কারণেও কিছু মানুষ ঘর থেকে বের হতে দ্বিধাবোধ করেন। এবার ভোটার তালিকা সংশোধনের পর কলকাতায় ভোটের শতাংশ হার বাড়ানো কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জের। শুক্রবার ভোট অবজার্ডারদের সঙ্গে বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকেই ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকা সেই বৈঠক সেরে বেরিয়ে মিনেরাকুমার আগারওয়াল বলেন, “অবজার্ডারদের সঙ্গে বৈঠক ছিল। আমি উপস্থিত ছিলাম। যা বারার বলা হয়েছে।” অশান্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “রান্নাঘাটের ঘটনায় রিপোর্ট এসেছে। আমরা কড়া পদক্ষেপ করতে বলেছি। এফআইআর করতে বলেছি। ডিজি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। ২ জন অতিষ্ঠ করে ছেড়ে। ভাঙুড়, বেলদা সব শাস্ত হয়ে যাবে।” উল্লেখ্য, মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুক্রতেই বাংলায় আসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ নির্বাচন কমিশনের ফুলবেধ। প্রথম দফায় রাজ্যের ২৩ জেলার জেলাশাসক, জেলা ও পুলিশ জেলার সুপার এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের ২৪টি সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়। শাসক-বিরোধী-সহ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। কমিশনের মতে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তুলনামূলক সম্ভেষজনক। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানেশের বার্তা, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। কোনও উসকানি বরদাস্ত নয়। এর আগে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনও মোটের উপর শান্তিপূর্ণই ছিল। ভোট কিংবা ভোট পরবর্তী হিংসায় একজনেরও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। ছাব্বিশের নির্বাচনে চব্বিশের সেই ধারা বজায় রাখতে তৎপর নির্বাচন কমিশন। ছাব্বিশের নির্বাচন রক্তক্ষয়ী হয় নাকি শান্তিপূর্ণ, সেদিকে আপাতত নজর সাকলের।

তেলের দাম এক থাকে, তাহলে তা অত্যন্ত স্ততির বিষয়। সেদিক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত। তবে, কতদিন এটা সম্ভব হবে সেই বিষয়ে সশঙ্ক প্রকাশ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, পেট্রল-ডিজলে শুল্ক কমানোর পাশাপাশি বিমারের অন্তঃ শুল্কও কমানো হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে এদিন দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি এবং এলপিজি বরাদ্দ নিয়ে রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠালেন



কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন সচল রাখতে এই চিঠিতে রাজ্যগুলিকে একাধিক বড়সড় বার্তা দেওয়া হয়েছে। জ্বালানি সঙ্কটের জেরে রাজ্যগুলির জন্য যে পরিমাণ এলপিজি বরাদ্দ ছিল, তার ভিত্তিতে প্রথমে রাজ্যগুলিকে ৪০ শতাংশ গ্যাস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। এরপর পিছনে যা পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহারের প্রসাধে নির্দিষ্ট কিছু সংস্থার করার ভিত্তিতে আরও ১০ শতাংশ বরাদ্দ বাড়ানো হয়। এর ফলে এটা বরাদ্দ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। চিঠিতে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্য এই সংস্কারগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করেছে এবং অতিরিক্ত ১০ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ গ্রহণ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে

দেশের শিল্পক্ষেত্রে সচল রাখতে এই ৫০ শতাংশ বরাদ্দের পাশাপাশি অতিরিক্ত আরও ২০ শতাংশ এলপিজি বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। কারা পাবে অগ্রাধিকার? এই অতিরিক্ত গ্যাস মূলত শিল্পক্ষেত্রে দেওয়া হবে। স্টিল, অটোমোবাইল, টেক্সটাইল, ডাই, কেমিক্যাল এবং প্লাস্টিকের মতো শ্রমনির্ভর এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে যে সমস্ত কারখানায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য এলপিজি দিয়ে বিশেষ ধরনের উত্তাপের প্রয়োজন এবং যেখানে বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়, সেই ক্ষেত্রগুলিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। গত ২১ মার্চের চিঠিতে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী, এই অতিরিক্ত ২০ শতাংশ গ্যাস পেতে গেলে অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলির কাছে রেজিস্ট্রেশন এবং সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের কাছে পিএনজি-র জন্য আবেদন করতে হবে। তবে যে সমস্ত শিল্পে এলপিজি একেবারে অপরিহার্য এবং প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব নয়, তাদের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিল করা হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট সরবরাহের এই নতুন অর্ডার রাজ্যের সব দফতর ও সংস্থার কাছে সৌঁছে দেওয়ার জন্য মুখ্যসচিবদের অনুরোধ করেছে কেন্দ্র। একইসঙ্গে, যেসব রাজ্য এখনও সংস্কারভিত্তিক অতিরিক্ত ১০ শতাংশ বরাদ্দ গ্রহণ করেনি, তাদের দ্রুত সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নতুন এই নির্দেশিকা কার্যকর হলে বাণিজ্যিক ও শিল্প ক্ষেত্রে এলপিজি বরাদ্দ একধাক্কায় ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যা বর্তমান সঙ্কটের আবহে দেশের শিল্প মহলে অনেকটাই স্বস্তি দেখাবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

‘মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিচ্ছে, হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ রাজ্য বিধানসভা ভোটের আবহে ইতিমধ্যে একটি অতিরিক্ত সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বেরিয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতেই পারছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ ঠিকমতো মানছে না কমিশন। কেউ জানতেই পারছে না কার নাম আছে, আর কার নাম বাদ গেছে।” মমতার কটাক্ষ, মানুষের অধিকার ভ্যানিশ করে দিচ্ছে! শুক্রবার অভ্যালে যাওয়ার আগে কলকাতা বিনানবন্দ্রদের সামনে দাঁড়িয়ে মমতা একযোগে নিশানা করেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে। তিনি অভিযোগের সূরে বলেন, “সব নাম বাদ দিয়েছে। এখনও লিস্ট বের করেনি। প্রথম অতিরিক্ত তালিকা আমরা এখনও হাতে পাইনি। এটা গণতন্ত্রের হত্যা, গণতন্ত্রের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।” এসআইআর প্রসঙ্গে মমতার সংযোজন, “৫০ শতাংশের বেশি নাম দেখে দেখে বাদ দেওয়া

হয়েছে। একদিন মানুষ এর কৈফিয়ত চাইবে। বুকের পাটা থাকলে আগে লিস্ট বের করুক।



মানুষকে জানতে দিক কার নাম আছে, কার নেই।” মমতার কটাক্ষ, এইভাবে চলতে থাকলে এরা ‘হিটলারের শাসনকেও ছাড়িয়ে যাবে’। নির্বাচন কমিশনকে

তুলোধনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, “গোটা সিস্টেমটাই ভ্যানিশিং ওয়াশিং মেশিন হয়ে

প্রশ্ন তাঁর। তিনি এও স্পষ্ট করেন, দেশকে বেচে দিয়েছে মোদি সরকার আর এখন লোকের ভোটাধিকার

নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই আবহে এলপিজি সরবরাহ নিয়েও এদিন কড়া অবস্থান নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বার্তা - পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত রান্নার গ্যাস রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে না। বলেন, “ভোটের সময় ভিনরাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান রাজ্যে আসবেন। তাঁদের রান্নার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষের গ্যাসের জোগানে কোনও সমস্যা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।” এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাও করেন। তাঁর বক্তব্য, আগে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানো উচিত।” যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের প্রভাব সত্ত্বেও দেশে এলপিজি বা জ্বালানির কোনও ঘাটতি তৈরি হবে না। পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলেই আশ্বস্ত করা হয়েছে। তবুও রাজ্যের স্বার্থে সরবরাহ নিশ্চিত করতে আগাম পরিস্থিতির জেরে দেশে জ্বালানি

‘বাংলার ভোট মিটলেই গ্যাস ২,০০০ টাকা করবে মোদি সরকার’

বিনপুরে বড় দাবি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিনপুর, ২৭ মার্চঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রচারের বিনপুরের মেগা সভা করলেন তৃণমূল সরকারের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় প্রার্থী বীরবাহা

কয়েক বছরে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিনায় বা ‘রিপোর্ট কার্ড’ পেশ করেন অভিষেক। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, এই এলাকায় ৮৪,৪৯৯ জন মহিলা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ পাচ্ছেন এবং ৩



হাসদার সমর্থনে এই সভা থেকে সরাসরি বিজেপি নেতৃত্বকে নিজরিব্বীন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। অভিষেকের সাফ কথা, “আগামী ৫ বছর রান্নার গ্যাস, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়বে না- এটা মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে লিখে দিন বিজেপি নেতার, তবে আমরা তৃণমূল প্রার্থী তুলে নেব। যে দিন বাংলার নির্বাচন শেষ হবে, পরের দিনই রান্নার গ্যাস ২,০০০ টাকা আর পেট্রল-ডিজেল ২০০ টাকা করে দেবে মোদি সরকার। এরা শুধু অপেক্ষা করছে রাজ্যের ভোট বণ্ডনা নিয়ে গর্জে ওঠেন অভিষেক। এদিন বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে গত

লক্ষ ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ ‘স্বাস্থ্যসাবী’র আওতায় রয়েছেন। এছাড়াও ২ লক্ষ ৮৮ হাজার মানুষকে বিনামূল্যে রেশন এবং ১২ হাজারেরও বেশি পরিবারকে ‘বাংলা আবাস যোজনা’য় পাকা বাড়ির সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বিজেপি-র কাছে পাল্টা রিপোর্ট চেয়ে তাঁর প্রশ্ন, বিজেপি শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু করে না। গ্রামের দিকে গেলেই বোঝা যায় মানুষের জন্য কারা উন্নয়ন করেছে আর কারা শুধু বিভ্রেন সৃষ্টি করছে। বিনপুরের মঞ্চ থেকে ফের একবার দিল্লির বণ্ডনা নিয়ে গর্জে ওঠেন অভিষেক। ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে

শুরু করে সর্বশিক্ষা মিশন ও বাড়ি তৈরির টাকা আটকে রাখা নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করে তিনি বলেন, “এই জনবিরোধী সরকার সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। আর যখন আমরা মানুষের হক নিয়ে কথা বলতে যাই, তখন আমাদের চুলের মুঠি ধরে বের করে দেওয়া হয়।” এদিন বিজেপি-র বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাধানো এবং ধর্মের ভিত্তিতে বিভ্রেন তৈরির অভিযোগ আনেন অভিষেক। তিনি বলেন, “তৃণমূল সবার সমর্থনে সরকার গড়ে এবং মানুষের পাশে থাকে। অন্যদিকে বিজেপি কেবল ভোটের সময় ধর্মের সুর্ডসুড়ি দেয়।” কর্মীদের চাক্ষু করে তিনি বলেন, “ভোট মিটে গেলেই বিজেপি সরকার আবার জ্বালানির দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের পকেটে টান মারবে, তাই ইতিম-এ যোগ্য জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।” এদিন বিনপুরের পড়িছাটি প্রগতি সংঘ হাইস্কুল গ্রাউন্ডের সভা করেন অভিষেক। তৃণমূল প্রার্থী বীরবাহা হাসদার নির্বাচনে জয় সময়ের অপেক্ষা। সেই কথাও দাবি করেন তিনি। বীরবাহাকে ভূমিকম্বা বলে পরিচয় দিয়ে বিনপুরের বিজেপি প্রার্থীকে খোঁচাও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বিনপুরের বিজেপি প্রার্থী হাওডার বাসিন্দা। তিনি বলেন, “রাজনীতি করার অধিকার সবার রয়েছে। সব দলেরই রয়েছে। কিন্তু দুই দলের প্রার্থীর তুল্যমূল্য বিচার করুন।” অভিষেকের খোঁচা, “বিজেপির যিনি প্রার্থী, তাঁর বাড়ি হাওড়ায়। বিনপুরের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। দলের লোকেরাই তাঁকে মানছে না।”

কমিশনের ভোটের গাড়ি, ৩৬০ ডিগ্রি নজরদারি!

নির্বাচনে গোলমাল রুখতে অত্যাধুনিক ক্যামেরা বসল



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ ভোটের ময়দানে অশান্তি রুখতে এবার প্রযুক্তিতেই আস্থা রাখছে নির্বাচন কমিশন। গত কয়েক বছরে নির্বাচনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এবং চালকদের ওপর হামলার ঘটনা বারবার সামনে এসেছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এবার প্রতিটি নির্বাচনী গাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসালো কমিশন। পাশাপাশি, কুইক রেসপন্স টিমের গাড়ির মাথাতেও থাকবে অত্যাধুনিক ‘প্যান টিল্ট জুম’ বা পিটিজেড ক্যামেরা। জিপিএস প্রযুক্তির সাহায্যে এই সমস্ত গাড়ির গতিবিধি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা হবে কমিশনের কন্ট্রোল রুম থেকে। সুরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ক্যামেরা সাধারণ সিসিটিভির চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। যেমন নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরতে পারে (প্যান), তেনেই ওপর-নীচে নড়াচড়া করতে পারে (টিল্ট) এবং বহুদূরের দৃশ্যকে নির্মূর্তভাবে বড় করে (জুম) দেখাতে সক্ষম। নির্বাচনের আগেই এই ক্যামেরাগুলিকে বিশেষভাবে প্রোগ্রামিং করে রাখা হবে। গাড়ির ভেতরেই থাকবে এই ক্যামেরার

কন্ট্রোলার, যার মাধ্যমে সেটিকে অপারেট করা যাবে। তবে সনথেকে বড় সুবিধা হল এর ‘মাল্টি ভিউ’ ফিচার। অর্থাৎ, গাড়িতে লাগানো একটি ক্যামেরার দৃশ্য একই সঙ্গে জেলা বা রাজ্যের বিভিন্ন কন্ট্রোল রুম থেকে দেখা যাবে। এমনকি নির্দিষ্ট মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও নজরদারি চালাতে পারবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকারিকরা। কমিশন সূত্রে খবর, কোনও এলাকায় গোলমাল শুরু হলে এই ক্যামেরার মাধ্যমে জনতাকে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। এমনকি ‘ম্যান টু ম্যান মার্কিং’ করে দুষ্কৃতীদের মুখও শনাক্ত করা সম্ভব হবে। গাড়ির ওপর হামলা হলে বা কোথাও জমায়েত দেখলে তৎক্ষণাৎ ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহ করবে এই পিটিজেড ক্যামেরা। পুলিশ ও প্রশাসনের নোডাল অফিসারদের আগেই এই নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ছাব্বিশের নির্বাচনে বুথের ভেতরের পাশাপাশি বাইরের রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ‘চলন্ত সিসিটিভি’ কন্টরা কার্যকর হয়, এখন সেটাই দেখার।

হরমুজে বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তানি ট্যাঙ্কার উড়িয়ে চরম শিক্ষা ইরানের

সংবাদ সংস্থা, তেহরান, ২৭ মার্চঃ হরমুজ প্রাণালীর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পাকিস্তানি পতাকাবাহী তেলের ট্যাঙ্কার ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় বেড়েছে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা। এই আক্রমণকে অনেকে ইরানের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের প্রতি ‘জবাব’ হিসেবে দেখছেন, কারণ পাকিস্তানি ইরানি তেল আমেরিকায় পুনরায় রুট করে দেওয়ার অভিযোগে জড়িত ছিল বলে ইরান দাবি করছে। হরমুজ প্রাণালী বিশ্বের তেল পরিবহনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুট। এখান দিয়ে বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল যায়। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের মধ্যে ইরান এই প্রাণালী নিয়ন্ত্রণে কড়া অবস্থান নিয়েছে। পাকিস্তানি ট্যাঙ্কারটির যখন প্রাণালী পার হচ্ছিল, তখনই ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানো। ট্যাঙ্কারটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গেছে। এখনও পর্যন্ত ক্রু



তবে তেহরানের কাছাকাছি সূত্রগুলো বলছে, এটি পাকিস্তানের ‘বিশ্বাসঘাতকতার’ জবাব। অভিযোগ উঠেছে যে, পাকিস্তানি ইরান থেকে আমদানি করা তেলের কিছু অংশ আমেরিকায়

দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেই বিশ্বাস ভেঙেছে। কয়েকদিন আগেও ইরান পাকিস্তানি ট্যাঙ্কারকে নিরাপদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি

দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেই বিশ্বাস ভেঙেছে। কয়েকদিন আগেও ইরান পাকিস্তানি ট্যাঙ্কারকে নিরাপদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি পুরোপুরি

বদলে গেছে। পাকিস্তান সরকার এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘এটি একটি অগ্রহণযোগ্য আক্রমণ। আমাদের নাগরিক ও সম্পত্তির ওপর হামলা সহ্য করা হবে না।’ ইসলামাবাদ ইরানের কাছে তাৎক্ষণিক বাধ্যা চেয়েছে এবংরাস্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি তোলার প্রস্তাব নিচ্ছে। পাকিস্তানি নৌবাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ইতিমধ্যেই চাপের মধ্যে ছিল। ইরান-পাকিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতা, বালুচিস্তান ইস্যু এবং আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য দীর্ঘদিনের। এর মধ্যে তেলের ট্যাঙ্কার ধ্বংসের ঘটনা উত্তেজনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। বিশেষকরা বলছেন, এটি শুধু একটি ট্যাঙ্কারের ঘটনা নয়, বরং আঞ্চলিক শক্তির খেলার অংশ। ইরান তার অর্থনৈতিক চাপের মুখে যেকোনো ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

চৈত্র নবরাত্রির নবম দিনে সিদ্ধিদাত্রীর আরাধনা, দেবীর কাছে প্রার্থনা প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ :চৈত্র নবরাত্রির নবম দিন (মহা নবমী) দেবী সিদ্ধিদাত্রীর আরাধনায় উসগীকৃত, যিনি ভক্তদের সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করেন। এই দিনে মা দুর্গার নবম রূপের পূজো করা হয় এবং অনেকেরই কুমারী পূজো করে থাকেন। চৈত্র নবরাত্রির নবম দিনে দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ, জম্মু-সহ দেশের বিভিন্ন দুর্গা মন্দিরে পূজার্চনা করেন ভক্তরা।দেবী সিদ্ধিদাত্রীর কাছে এদিন প্রার্থনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এঞ্জ মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মৌদী জানান, মা সিদ্ধিদাত্রীকে প্রণাম! দেবী নিজের সকল ভক্তকে তাঁদের লক্ষ্য পূরণে আশীর্বাদ করুন। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, মাতৃদেবীর আরাধনা ভক্তদের মধ্যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করে, যা তাঁদের সফলতার আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করে।

রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে পশ্চিমবঙ্গেঃ শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ২৭ মার্চ : বিরোধী দলনেতা এবং ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম থেকে বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার রাম নবমী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। এদিন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে নন্দীগ্রামে রামনবমীর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন।শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এবারের পরিবেশটা অন্যরকম। হিন্দুরা জেগে উঠেছে। সবাই একজোট হয়েছে, তাই ৮ বছর পর এই শোভাযাত্রা হচ্ছে। এখানে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার ভবানীপুরের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আনন থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন শুভেন্দু।

নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ-কে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মার্চ : নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ-কে অভিনন্দন জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার এঞ্জ মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মৌদী জানান, নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় বলেন্দ্র শাহকে আন্তরিক অভিনন্দন। আপনার এই শপথ গ্রহণ নেপালের জনগণের আশ্বাসের স্রোতের প্রতী অর্পিত আশ্বারই প্রতীফলন। আমাদের দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণে ভারত-নেপাল বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাকে আরও উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে আমি আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যাশা করছি।নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার শপথ নিয়েছেন বলেন্দ্র শাহ। নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র উদ্দৈল এদিন নতুন প্রধানমন্ত্রীকে গোপনীয়তার শপথবাচ্য পাঠ করান। ৩৫ বছর বয়সে তিনি হিমালয় অঞ্চলের এই দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন। ৫ মার্চের নির্বাচনে বলেন্দ্রর দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি সংসদের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি সভার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করার পর, শুক্রবার রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল বলেন্দ্র শাহকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রামনবমীর পবিত্র এদিন দুপুর ১২ঃ ৩৪ মিনিটে বলেন্দ্র শাহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণিল শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই কোলা ভ্রাতৃসরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দেশে লকডাউনের মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হবে নাঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মার্চ : দেশে লকডাউনের মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হবে না, দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। শুক্রবার তিনি বলেন, আমি জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে কোনও লকডাউন হবে না। আমি অবাক হয়েছি, কিছু নেতা বলছেন লকডাউন হবে এবং জ্বালানির ঘাটতি দেখা দেবে। এগুলো ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক অঙ্গনের ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসা এই ধরনের মন্তব্য উদ্বেগজনক। কোভিডের সময় আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, তেমন কোনও লকডাউন হবে না। আমি জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই, কোভিডের সময় আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, তেমন



কোনও লকডাউন হবে না।নির্মলা আরও বলেন, পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতময় পরিস্থিতি মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী একটি বৈঠক করেন, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে

বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে পেট্রোল, ডিজেল ও এটিএফ-এর কোনও ঘাটতি হবে না এবং এগুলোর দামও বাড়ানো হবে না। আজ আমরা একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যার

শেয়ার বাজারে ধস, সেনসেব্র এবং নিফটিতে পতন

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মার্চ : ঘরোয়া শেয়ার বাজারে এখনও পর্যন্ত পতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার বাজার শুরুও হয়েছে দুর্বলতার সাথে। এদিন বাজার খোলার পর থেকেই লক্ষ্য করা গেছে বিক্রির চাপ। এর ফলে সেনসেব্র এবং নিফটি-উডয় সূচকের পতন দেখা দিয়েছে। যদিও ক্র়েতার মাঝে মাঝে কেনার ওপরেও জোর দিয়েছেন, যার ফলে সূচকের চালে ঠানামা নজরে এসেছে। প্রথম এক ঘণ্টার কারবার শেষে সেনসেব্র ১.৪১ শতাংশ এবং নিফটি ১.৩৯ শতাংশ দুর্বলতার সাথে সেনদেনেদে করছিল।শুক্রর এক ঘণ্টার কারবার শেষে স্টক মার্কেটের হেভিওয়েট শেয়ারগুলোর মধ্যে টেক মাইন্ড্রা, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন, টিসিএস এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স ১.৬৬ শতাংশ থেকে ০.২৭ শতাংশ পর্যন্ত মজবুত্বিত সাথে কারবার করছিল। অন্যদিকে, শ্রীরাম ফাইন্যান্স, আন্ট টেক সিমেন্ট, বাজাজ ফাইন্যান্স, গ্রাসিম ইন্ডাস্ট্রিজ এবং আদানি এন্টারপ্রাইজেস-এর শেয়ার ৫.৮০ শতাংশ থেকে ৩.৭৮ শতাংশ



পর্যন্ত পতনের সাথে কারবার করতে দেখা গেছে।এখনও পর্যন্ত কারবারে স্টক মার্কেটে ৩,০১০টি শেয়ারে একটিভ ট্রেডিং হচ্ছিল। এর মধ্যে ৬৯৭টি শেয়ার মুনাফা করে সবুজ চিহ্নে কারবার করছিল, যেখানে ২,৩১৩টি শেয়ার লোকসানের মধ্যে দিয়ে লাল চিহ্নে কারবার করছিল। একইভাবে সেনসেব্রের অন্তর্ভুক্ত ৩০টি শেয়ারের মধ্যে ৪টি শেয়ার কেনার সাপোর্টে সবুজ চিহ্নে টিকে ছিল। অন্যদিকে, ২৬টি শেয়ার

মানুষের জন্য অসুবিধা না হয়, উদ্বৈগ প্রকাশ করে মন্তব্য মমতার



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ মার্চ :পেট্রোল ও ডিজেলের উপর সরকারের আবগারি শুল্ক কমানোর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। এটি অনেকটা শাড়ির কোনো কেনাকাটা করতে যাওয়ার মতো। আপনি যদি একটি শাড়ির দাম জিজ্ঞাসা করেন, তিনি হয়তো আপনাকে ১০০০ টাকা বলবেন। কিন্তু দর কষাকষির পর তিনি ৪০০ টাকায় রাজি হন। একইভাবে, তারা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। এখন আবগারি শুল্ক কমালেও, দামটা আসলে কোথায় গিয়ে থাকবে? আমি যে বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তা হলো, সাধারণ মানুষ যেন অসুবিধায় না পড়েন। যদিও আমাদের অঞ্চলে গ্যাস এবং পেট্রোলের সরবরাহ পর্যাপ্ত, আমি পুলিশ অফিসার থেকে শুরু করে বিডিও পর্যন্ত সমগ্র

প্রশাসনে একটি আমূল পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি। আমি দাবি করছি যে বাংলার হালদীয়া থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার যেন রাজ্যের বাইরে পাঠানো না হয়।উল্লেখ্য, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গত বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারেনি দীর্ঘক্ষণ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিমানবন্দরের বিমান চলাচল প্রায় ২০ মিনিটের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেন, বিমানের পাইলট সত্যিই খুব ভালো ছিলেন। আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি সবকিছুই করেছেন। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না।

ত্রিপুরায় ৩৬৫ স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বন্ধের মুখে, সরকারের হস্তক্ষেপ চাইল শিক্ষক সংগঠন

আগরতলা, ২৭ মার্চ : ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলিতে চলমান কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প আগামী ৩১ মার্চ থার্ড পার্টির তত্ত্বাবধানে শেষ হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে শেখ মতেন্দ্র সিংহের মুক্ত করে সরাসরি বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চালু রাখা এবং সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবিতে সরব হয়েছে অল ত্রিপুরা স্কুল কম্পিউটার শিক্ষক

সংঘ।শুক্রবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের ৩৬৫টি বিদ্যালয়ে বর্তমানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। তবে প্রথম পর্যায়ের এই প্রকল্প ৩১ মার্চ শেষ হয়ে গেলে ওই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, অন্যদিকে বহু শিক্ষক

তাঁদের কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কায় পড়বেন।সংগঠনের নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর রায় বলেন, থার্ড পার্টির মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় শিক্ষকসমূহে প্রত্যাশিত সফল আসছে না। বরং এর সুবিধা পাচ্ছেন মূলত তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই। তিনি দাবি করেন, পার্ম বর্তী রাজ্যে ইতি মধ্যেই কম্পিউটার

শিক্ষকদের রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারও একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বলে তাঁদের বিশ্বাস।এই প্রেক্ষিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী-র কাছে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার জন্য তাঁরা সমগ্রও চেয়েছেন বলে জানান শুভঙ্কর রায়।

বড় সিদ্ধান্ত ভারত সরকারের, পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক হ্রাস



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত পরিস্থিতির মধ্যে বা সিদ্ধান্ত নিল ভারত সরকার। পেট্রোলের ওপর বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে ১৩ টাকা থেকে কমিয়ে ৩ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজেলের ওপর বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে ১০ টাকা থেকে কমিয়ে শূন্য (শূন্য) করেছে।ভারত সরকার শুক্রবার পেট্রোল ও ডিজেল উভয়ের ওপর প্রতি লিটারে ১০ টাকা করে আবগারি শুল্ক কমিয়েছে, ফলে পেট্রোলের ওপর কেন্দ্রের আরোপিত শুল্ক প্রতি লিটারে ৩ টাকা এবং ডিজেলের ওপর তা শূন্য করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ কিছুটা হলেও, স্বস্তি পাবে। এদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার এডিয়েশন বারবাইন ফ্যুরের ওপর একটি নতুন বিশেষ অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চালু করেছে, যেখানে ছাড়ের ফলে এর হার প্রতি লিটারে ২৯.৫ টাকায় নেমে এসেছে। এই পরিবর্তনগুলি গতকাল, ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এদিন জানিয়েছেন, আকাশচুম্বী আন্তর্জাতিক মূল্যের এই সময়ে তেল কোম্পানিগুলির বিপুল লোকসান (পেট্রোলের জন্য লিটার প্রতি প্রায় ২৪ টাকা এবং ডিজেলের জন্য লিটার প্রতি প্রায় ৩০ টাকা) যাতে কমে আসে, তা নিশ্চিত করতে সরকার নিজস্ব কর রাজস্বের ওপর একটি বড় আঘাত হেনেছে। একই সঙ্গে যেহেতু পেট্রোল ও ডিজেলের আন্তর্জাতিক মূল্য আকাশছোঁয়া হয়েছে, তাই রফতানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে এবং বিশেষে রফতানিকারী যে কোনও শোধানাগারকে রফতানি শুল্ক দিতে হবে। এই অত্যন্ত সময়োপযোগী, সাহসী এবং দূরদর্শী সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানাই।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন বলেন্দ্র শাহ



কাঠমান্ডু, ২৭ মার্চ :নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার শপথ নিলেন বলেন্দ্র শাহ। নেপালের রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউদেল এদিন নতুন প্রধানমন্ত্রীকে গোপনীয়তার শপথবাচ্য পাঠ করান। ৩৫ বছর বয়সে তিনি হিমালয় অঞ্চলের এই দেশটির সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন। ৫ মার্চের নির্বাচনে বলেন্দ্রর দল রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি সংসদের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি সভার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করার পর, শুক্রবার রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাউডেল বলেন্দ্র শাহকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রামনবমীর পবিত্র এদিন দুপুর ১২ঃ৩৪ মিনিটে বলেন্দ্র শাহ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

এলপিজির দাম বৃদ্ধি ও সংকটে পথে সিলিন্ডার কাঁখে প্রতিবাদ, শহরে অটো সংকটেও ভোগান্তি



নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ মার্চ :এলপিজির মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটকে কেন্দ্র করে শহরে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তার সঙ্গে মৃত্ত রয়েছে অটো সংকট, ফলে নিত্যদিনের যাতায়াতে চরম ভোগান্তির মুখে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। শুক্রবার ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন অটো স্ট্যান্ডে অটো না থাকায় যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অনেক জায়গায় মধ্যাহ্ন থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে যাত্রীরা।এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে আইএনটিইউসি সেবাদলের উদ্যোগে অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়। মহম্মদ আলি পার্ক থেকে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিউয়ের বিজেপি অফিস পর্যন্ত খালি গ্যাস সিলিন্ডার মাথায় নিয়ে মিছিল করেন প্রতিবাদীরা। তাদের অভিযোগ, অন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও তাস্দে সরকার দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেয়নি, যার ফলেই এনার্জি সংকট তৈরি হয়েছে।প্রতিবাদীদের প্রশ্ন, মানুষের নৈন্দিন জীবন ও রান্নার গ্যাসের ব্যবস্থা আগে করা উচিত ছিল, নাকি ভোটের রাজনীতি আলো-এই প্রশ্নই এখন সাধারণ মানুষের মনে ঘুরছে।ক্রত গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে তারা কেন্দ্র সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

প্রকাশ্যে এল ‘ মার্সি ’-র প্রথম পোস্টার, মুক্তি ২৪ এপ্রিল

মুম্বই, ২৭ মার্চ : প্রকাশ্যে এল ‘মার্সি ’ ছবির প্রথম পোস্টার। এভার ক্লিয়ার ফিল্মস -এর বানান্নে নির্মিত এই ছবি আগামী ২৪ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেবে। উল্লেখ্য, বড় পর্দায় ‘ধুরন্ধর ২’-এর সঙ্গে দেখানো হয়েছে ছবিটির প্রথম বকল, ফলে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে।ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন আদিল হোসেন ও রাজ বাসুদেব। পরিচালনা করেছেন মিতুল গ্যাটেল, এটি তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি। ‘ মার্সি ’ছবির মূল বিষয় নিষ্ক্রিয় ইচ্ছামৃত্যু নিয়ে। একটি পরিবারকে খিরে গল্প, যেখানে জীবনের শেষ পর্যায়ে থাকা প্রিয়জনকে নিয়ে চিন্তা নিঃস্রান্ত নিতে হয়। গল্পে ভুলে বরা হয়েছে কতব্য ও আইনি নৈতিকতার টানাপোড়েন। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ



চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিহারিকা রাইজাদা ও অপর্ণা ঘোষাল।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক এক বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষাপটও ছবিটির প্রাসঙ্গিকতা বাড়িয়েছে, যেখানে দীর্ঘদিন কোমায় থাকা এক ব্যক্তিকে ইচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হয়।

রাশিফল

মেঘঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি শক্তি ও উসাহে পরিপূর্ণ থাকবে। নতুন কোনও পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য এটিই উপযুক্ত সময়। বিবাহের যোগ হবে বুধঃ আপনার বদ অভাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। সন্তান হতে পারে আজ। **মিথুনঃ** আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুভদিন হবে **কর্কট রাশিঃ** কর্মক্ষেত্রে প্রবল ব্যস্ততার কারণে আপনি হয়তো রোমাণ্টিক সাক্ষাটটি কাটিয়ে দিতে চাইবেন ও বাািাতে একা সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার পকেটে বেশি চাপ দেয় না এরকম ছোট ছোট জিনিসে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কিছু উন্নতি করার কথা ভাবার এটিই সঠিক সময়। **সংসারে** শান্তি আসবে **সিংহঃ** নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতি শীলতার অনুভূতি বিহীনতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যারা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।

কন্যা াচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদারী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্প ন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে। **বৃশ্চিকঃ** আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মকরঃচোখে ছানির রোগীদের দৃষ্টিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ। **কুম্ভঃ**জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

মীনঃ এমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। আপনার পেশীগুলিকে আরাম দিতে তেল দিয়ে আপনার শরীর মালিশ করুন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। বিবাহের যোগ হবে।

আবহাওয়া

ফের আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে, রবিবার পর্যন্ত একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি ক রেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মূলত পশ্চিমের পাঁচটি জেলার জন্য জারি করা হয়েছে সতর্কতা। ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে উত্তরবঙ্গেও।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। কালবৈশাখীর হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বাগদাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বঙ্গোপসাগর জেলার কিছু অংশে বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়াতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, মূর্শিদাবাদ- এই চার জেলাতে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে।উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়েরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ২৮ তারিখ থেকে আগামী ৬ দিন প্রতিটি জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বৃষ্টির সৌজন্যে আবহাওয়া কিছুটা মনোরম হয়ে উঠবে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫১শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার সোনার ১১টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় :সকাল ৫টা ৪৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত্য হবে আজ ৫টা ৪৮মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

সিনিয়র অফিসারদের নির্বাচনী আবহে প্রশাসনিক পদে বদলি ঘিরে বাড়ছে অসন্তোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন-এর একাধিক বদলি ও নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক মহলে বাড়ছে বিতর্ক। বিশেষ করে উল্লিউবিসিএস (এঞ্জিকিউটিভ) ক্যোডারের আধিকারিকদের পদায়ন নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন, যা প্রশাসনিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে বলেই আশঙ্কা একাংশের। গত কয়েক সপ্তাহে রাজ্যের বহু শীর্ষস্তরের আইএএস ও আইপিএস আধিকারিককে বদলি করেছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে স্মারট্টিসচিব, ডিজে এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার-একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল হয়েছে। পাশাপাশি, বহু আধিকারিককে রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই উল্লিউবিসিএস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা অতিরিক্ত সচিব সৈকত আশরাফ আলিকে মালদহে করুাল ডেভেলপমেন্ট সেলের প্রজেক্ট ডিরেক্টর পদে পাঠানো নিয়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। অভিযোগ, তাঁর মতো সিনিয়র আধিকারিককে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রাখা হয়েছে এবং তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে

অপেক্ষাকৃত জুনিয়র অফিসারের অধীনে। একইসঙ্গে তাঁকে মালতীপুর বিধানসভার রিটার্নিং অফিসার হিসেবেও নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু এই একটি ঘটনা নয়, হরিণঘাটার অতিরিক্ত জেলাশাসক মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী-সহ আরও কয়েকজন সিনিয়র আধিকারিককে জেলা যুব আধিকারিক বা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের মতো তুলনামূলক নিচু পদে বসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাঠামো ও পদমর্যাদার ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এরই মধ্যে ভবানীপুর বিধানসভা-কে ঘিরে রিটার্নিং

হয়েছে। শুধু এই একটি ঘটনা নয়, হরিণঘাটার অতিরিক্ত জেলাশাসক মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী-সহ আরও কয়েকজন সিনিয়র আধিকারিককে জেলা যুব আধিকারিক বা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারের মতো তুলনামূলক নিচু পদে বসানো হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। ফলে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাঠামো ও পদমর্যাদার ভারসাম্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এরই মধ্যে ভবানীপুর বিধানসভা-কে ঘিরে রিটার্নিং

অফিসার নিয়োগ নিয়েও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র সম্ভাব্য স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক মহলে। উল্লিউবিসিএস আধিকারিকদের একাংশের দাবি, এই ধরনের সিদ্ধান্তে তাঁদের কাজের

স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক মহলে। উল্লিউবিসিএস আধিকারিকদের একাংশের দাবি, এই ধরনের সিদ্ধান্তে তাঁদের কাজের

লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে এই কেন্দ্র বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে ডেপুটি সচিব পর্যায়ের আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়ায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলে শাসকদল। পরে সেই নিয়োগে পরিবর্তন আনা হয়। অন্যদিকে, রাসবিহারী কেন্দ্রেও এক সিনিয়র আধিকারিককে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশনের পদায়ন নীতির

‘গ্যাস সঙ্কটে কলকাতার হোটেল ব্যবসা’ একে একে বন্ধ – খাঙ্কা বাজারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার প্রভাব অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের রান্নাঘরে। এবার তার সরাসরি খাঙ্কা এসে পড়েছে কলকাতা শহরের ছোট খাবারের দোকান ও ভাতের হোটেলগুলিতে। রান্নার গ্যাসের তীব্র সঙ্কটে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বহু ছোট হোটেল, যার জেরে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী-প্রায় সকলেই। এর আগে বড় হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং মিষ্টির দোকানগুলিও গ্যাসের অভাবে সমস্যায় পড়েছিল। তবে এখন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে, কারণ এই সঙ্কট সরাসরি প্রভাব ফেলছে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। ছোট ভাতের

হোটেলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু কর্মজীবী মানুষ, ছাত্রছাত্রী এবং নিম্ন আয়ের পরিবার সমস্যায় পড়েছেন, যারা প্রতিদিনের খাবারের জন্য এই হোটেলগুলির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সবচেয়ে বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের সরবরাহ নিয়ে। বাজারে সিলিন্ডারের জোগান অত্যন্ত সীমিত, আর যা পাওয়া যাচ্ছে, তা বড় ব্যবসায়ীরা কোনওভাবে সংগ্রহ করতে পারলেও ছোট হোটেল মালিকদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই ডোমেস্টিক গ্যাস সিলিন্ডারের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু সেগুলিও এখন কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে চচ্চা দামে-প্রতি সিলিন্ডার পাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা, কোথাও কোথাও তারও বেশি। এই পরিস্থিতিতে ছোট হোটেল মালিকদের পক্ষে ব্যবসা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

শিবপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৭ মার্চ : হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন হলো। উপস্থিত ছিলেন ওই কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। এছাড়াও দলের ব্লক সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা সহ ভাস্কর ভট্টাচার্য, দেবাংশু দাস, দিব্যেন্দু মুখার্জী, ত্রিলোকেশ মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রানা চ্যাটার্জি এদিন বলেন, আজ রামনবমী। এই পুণ্যদিনে রামরাজত্বলার রামমন্দিরে প্রথমে পুজো দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম ধর্ম নিয়ে যেন মানুষের মধ্যে কোনও বিভাজন তৈরি না হয়। ধর্ম যেন মানুষকে শান্তি দেয় সম্প্রীতি দেয়। এর পাশাপাশি এই শুভ দিনে আজকে আমরা শিবপুর কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করলাম। আমাদের লক্ষ্য যাতে আমরা সটুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভা নির্বাচন করতে পারি। জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ নিশ্চিত।

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা

কলকাতা

সিনিয়র

প্রশাসনিক

কলকাতার খবর

সিনিয়র

প্রশাসনিক

পুলিশের ভয়ে পালাতে গিয়ে ইঁদুর মারার ফাঁদেই মৃত্যু যুবকের

বাসন্তী,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ মার্চ : পুলিশের ভয়ে পালাতে গিয়ে ইঁদুর মারার ফাঁদেই মৃত্যু যুবকের, বাসন্তীতে চাঞ্চল্য।পুলিশি অভিযানের ভয়ে পালাতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী এলাকা। ধানক্ষেতে পাতা বিদ্যুৎবাহী জিআই তারে জড়িয়ে পড়ে বিদ্যুৎস্পষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের মৃতের নাম

আফতাব উদ্দিন মন্ডল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে এলাকায় দুষ্টুতীদের হামলায় কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখম হন। এরপরই অভিযুক্তদের খোঁজে গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। অভিযোগ, সেই অভিযানের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করেন আফতাব। ভোররাতের দিকে

ধানজমির ভিতর দিয়ে পালাতে গিয়ে বিপত্তি ঘটা। কৃষিজমিতে ইঁদুর দমনের জন্য আগে থেকেই বিছিয়ে রাখা ছিল বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত জিআই তার। অন্ধকারে তা নজরে না আসায় ওই তারে পা জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পষ্ট হন তিনি। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন আফতাব। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং তাঁকে উদ্ধার করে

স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত ফাঁদ ব্যবহারের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অফ সিজনেই রমরমা কাজ বাজনদারদের, রুটি-রুজির টানে সব দলের প্রচারে একসঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মার্চ :বছরের বেশিরভাগ সময়টাই যখন কাজের টানাটানি, তখন হঠাৎ করেই যেন ভাগ্যের ঢাকা ঘুরে যায়। পশ্চিমবঙ্গ-এ বিধানসভা ভোট এলেই যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পান বাজনদাররা। পুজো-পার্বণ কিংবা বিয়ের মরশুম ছাড়া যাঁদের হাতে তেমন কাজ থাকে না, সেই শিল্পীরাই এখন ব্যস্ত দিনরাত। ভোটের প্রচারই হয়ে উঠেছে তাঁদের ‘ খনি’।একসময় ভোট মানেই ছিল মাইক হাতে প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি ঘোরা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি আলাপযোগ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে সেই চিত্র। এখন প্রচার মানেই জমজমাট মিছিল, র‍্যাকড শোভাযাত্রা আবার তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে উদ্দামদা। ঢাক, তাসা, ব্যাঙ্কো, কুড়কুড়ে-সব মিলিয়ে যেন উসরের কবছর তৈরি হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারে। বর্তমানে প্রায় সব রাজনৈতিক দলই

তাঁদের প্রচারকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বাজনদারদের ভাা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি কিংবা সিপিএম-কোনও দলই এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। ফলে বাজনদারদের চাহিদা হঠাৎ করেই আকাশছোঁয়া। বিশেষ করে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় এই চিত্র স্পষ্ট। এখানে প্রায় প্রতিটি প্রার্থীর প্রচার মিছিলেই দেখা যাচ্ছে বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের। বিমান ঘোষ, পার্থ হাজারি, রামেশ্দু সিংহ রায় এবং মিতা বাগ-প্রত্যেকের প্রচারেই বাজনার ছোঁয়া স্পষ্ট। শুধু সাধারণ বাদ্যযন্ত্র নয়, অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে অল্ভিব আয়োজনও কোথাও মহিলা ঢাকিরা মিছিলের সামনে থেকে তাল দিচ্ছেন, আবার কোথাও পুরুলিয়া বা ঝাড়গ্রাম থেকে ছৌ শিল্পীদের এনে পরিবেশনায় নতুন মাত্রা যোগ করা হচ্ছে। এতে যেনো প্রচারে বৈচিত্র্য আসছে, তেমনই

বাড়ছে মানুষের আকর্ষণ। এই বাড়তি চাহিদার জেরে বাজনদারদের আয়ে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে মোটা অঙ্কের চুক্তি করা হচ্ছে। প্রচারপর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকতে হচ্ছে। ফলে একটানা কাজের সুযোগ পাচ্ছেন তারা, যা বছরের অন্য সময় প্রায় অসম্ভব। আরামবাগের হাটবসন্তপুর এলাকার বাসিন্দা রোহিত দোলী তাঁর দল নিয়ে তাসা বাজাতে এসেছেন। তিনি জানান, তাঁর দলে ছয়জন সদস্য রয়েছেন এবং প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা বাজনা বাজানোর জন্য তাঁরা মোট ৬ হাজার টাকা পারিশ্রমিক পাচ্ছেন। তাঁর কথায়, এই সময়টা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এত নিয়মিত কাজ অন্য সময় পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ঢোল বাদক জয়দেব দাস জানান, ভোটের সময় তাঁদের কাজের কোনও নির্দিষ্ট দল থাকে না। সকালে এক দলের হয়ে বাজিয়েছি,

আবার সন্ধ্যায় অন্য দলের হয়ে। আমাদের কাছে কাজটাই বড়, বলেন তিনি। এই একই সুর শোনা গেল সভাপতি মহেন্দ্র শর্মা সহ ভাস্কর ভট্টাচার্য, দেবাংশু দাস, দিব্যেন্দু মুখার্জী, ত্রিলোকেশ মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ রানা চ্যাটার্জি এদিন বলেন, আজ রামনবমী। এই পুণ্যদিনে রামরাজত্বলার রামমন্দিরে প্রথমে পুজো দিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম ধর্ম নিয়ে যেন মানুষের মধ্যে কোনও বিভাজন তৈরি না হয়। ধর্ম যেন মানুষকে শান্তি দেয় সম্প্রীতি দেয়। এর পাশাপাশি এই শুভ দিনে আজকে আমরা শিবপুর কেন্দ্রের নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধন করলাম। আমাদের লক্ষ্য যাতে আমরা সটুভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভা নির্বাচন করতে পারি। জয়ের ব্যাপারে আমরা ১০০ নিশ্চিত।

ভোটার তালিকা থেকে ৩৯৭ নাম উধাও! বসিরহাটে বিক্ষোভ, বুথ গড়তে বাধা দেওয়ার হুঁশিয়ারি স্থানীয়দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মার্চ : ভোটার তালিকা সংশোধনের ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছাল বসিরহাট মহকুমায়। পাশাপাশি দুটি বুথ থেকে মোট ৩৯৭ জনের নাম বাদ পাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পঙ্কলন স্থানীয় বাসি়দরা। শুক্রবার সকালে এই ঘটনার প্রতিকারে রাষ্ট্রায় নেমে অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ মানুষজন। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ওঠে একাধিক প্রশ্ন। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট উত্তর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত ২ নম্বর ব্লকের বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুনারাটি ও বাগোবরা এলাকায়। এখানে ২ নম্বর বুথ এবং সংলগ্ন ৬ নম্বর বুথের ভোটার তালিকা সংশোধনের পর দেখা যায়, যথাক্রমে ১৪২ জন এবং ২৫৫ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থা মোট ৩৯৭ জন ভোটার তাঁদের ভোটারকার থেকে বহিষ্ঠত হয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, এই সমস্তু ভোটারদের নাম আগে ‘ অ্যাডজুটিকেশন’ তালিকায় ছিল। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরেও তাঁদের নাম চ্যুান্ত ‘ ভোটার

লিস্ট’-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গত মঙ্গলবার রাতে তালিকা প্রকাশের পরই বিষয়টি সামনে আসে এবং তার পর থেকেই ক্ষোভ জমতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই পুরো প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যপ্রসেদিত। তাঁদের দাবি, ভারতীয় জনতা পার্টি-র প্রভাবেই নির্বাচন কমিশন বেছে বেছে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়ে। প্রতিবাদকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দ্রুত তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় পুনর্বহাল না করা হলে এলাকায় কোনও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলতে দেওয়া হবে না। এমনকি স্থানীয় স্থলে বুথ গাতেও বাধা দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। এক বিক্ষোভকারী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আমরা সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছি। তারপরও যদি নাম বাদ যায়, তাহলে ভোটের অধিকার কোথায়? ভোটারই যদি না থাকি, তাহলে বুথ করে কী হবে? এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্থানীয় বুথ লেভেল

অফিসার (ক্লগ)-এর বক্তব্যও সামনে এসেছে। তিনি জানান, ২ নম্বর বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৯১০ জন। এর মধ্যে ২১২ জনের নাম যাচাইয়ের জন্য বিচারধীন

ছিল। যাচাইয়ের পর ১৪২ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, এই ১৪২ জনকে এখন ট্রাইব্যুনালে গিয়ে আবেদন করতে হবে। আমি চাই সকলের নামই তালিকায় ফিরে আসুক, কিন্তু নিয়ম মেনেই প্রক্রিয়া চলছে। তবে এখানেই শেষ নয়। বসিরহাট উত্তর বিধানসভা এলাকার আরও একটি বুথ-৫ নম্বর বুথ-নিয়ে আরও বা

অভিযোগ সামনে এসেছে। এখানে মোট ৩৪০ জনের নাম ‘ তালিকা’-য় ছিল। কিন্তু চ্যুান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, ওই বুথের ১০০ শতাংশ ভোটারের নামই বাদ

যদি এত বা সংখ্যায় নাম বাদ পাত, তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের অস্থা নষ্ট হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘটনা অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি রাখে।

এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন তপর হয়েছে। পুলিশ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান সামনে আসেনি। এই ঘটনাকে কেং দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা শুধু একটি এলাকার সীমাবদ্ধ নয়-বরং এটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। ভোটাধিকার একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার, এবং সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও অসন্তোষ বায়িয়ে তোলে। সব মিলিয়ে, বসিরহাটের এই ঘটনা এখন রাজ্য রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠছে। আগামী দিনে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় এবং এই সমস্যার কী সমাধান হয়, সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

অটোতে কাটাই রান্নার গ্যাস সরবরাহের অভিযোগে গ্রেফতার এক জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৭ মার্চ : যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সারা দেশ জুড়ে গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে।আর এই সময়ে রান্নার গ্যাসের কালো বাজারি কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।আর জয়নগর ও আশেপাশের এলাকার রান্নার গ্যাসকে কাটাই গ্যাস হিসাবে বেআইনি ভাবে অটোতে ভরা হচ্ছে।হোটেল, মিষ্টির দোকানে রান্নার গ্যাসে কাজ চলছে। আর সেই কাটাই গ্যাসের বেআইনি ব্যবসা বন্ধ করতে এবার তৎপর হয়েছিল জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আই সি সূরত মালাকারের ত্হ পরতায় ও তার নির্দেশ মেনে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিমের তপরতায় সম্প্রতি জয়নগর থানার একাধিক এলাকা থেকে তিন জনকে কাটাই গ্যাস বেআইনি ভাবে বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিলো জয়নগর থানার পুলিশ।সেই সময় গ্রেফতার হওয়া তিনজন ছিলো – মানস মন্ডল অরুণে বাসুদেব (৫৫), বাড়ি জয়নগর থানার

চোষার গাববেড়িয়া এলাকায়, সূরত মন্ডল,(৩৬)বাড়ি জয়নগর থানার চোষা এলাকায় এবং ইশ্রাফিল লস্কর

(৫১), বাড়ি বকুলতলা থানার কিল্লা দুর্গানগর এলাকায়।ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ সে সময় বাজেয়াপ্ত করেছিলো ৬ টা ইন্ডেন গ্যাসের খালি সিলিভার, একটি এইচ পি গ্যাস সিলিন্ডার, একটি ওজন মাপার মেশিন,একটি ইলেকট্রিকমোটর রিফিলিং মেশিন পাইপ সহ। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে যিনি যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ।

(৪৬) এর নাম। সাবির হোসেন মল্লিক জয়নগর ও বকুলতলা থানা এলাকায় বেআইনি ভাবে রান্না



প্রাক্তন সহযোদ্ধাকে কটুক্তি! রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রতীক উরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মার্চ : সোম্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো প্রোফাইল ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল রাজ্যে। তৃণমূল মুখপাত্র তথা প্রাক্তন বাম নেতা প্রতীক উর রহমান-এর নামে একটি নকল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে বাম প্রার্থী দীপ্তিতা ধর-কে কটুক্তির অভিযোগ উঠতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে ওই ভুয়ো প্রোফাইল থেকে একাধিক বাম প্রার্থীর পোস্টে আপত্তিকর মন্তব্য করা হচ্ছিল। সেই তালিকায় ছিলেন উত্তর দমদমের প্রার্থী দীপ্তিতা ধরও, যিনি একসময় প্রতীক উরের সহকর্মী ছিলেন। বিষয়টি নজরে আসতেই

দ্রুত পুলিশের দ্বারস্থ হন প্রতীক উর রহমান এবং অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। অভিযোগ পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট ভুয়ো প্রোফাইলটি ইতিমধ্যেই মুছে ফেলা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে প্রতীক উর রহমানের অভিযোগ, তাকে পরিকল্পিতভাবে বরনাম করার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই এই ধরনের ভুয়ো প্রচার চালানো হচ্ছে। তৃণমূলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার পর

তাঁর দলবদল মেনে নিতে পারেনি বিরোধী শিবিরের একাংশ, আর সেই কারণেই এই ধরনের কৌশল নেওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিক্রিয়া বাম শিবির থেকে এখনও পাওয়া যায়নি। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন প্রতীক উর-যা এই বিতর্কে আরও তাপর্ষপূর্ণ করে তুলেছে। সব মিলিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়াকে ঘিরে এই নতুন বিতর্ক ভোটের আগে রাজনৈতিক সনীকরণে আরও উত্তাপ ব্যাড়া বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

খটিক সমাজের ঐতিহ্যবাহী রামনবমী শোভাযাত্রায় হাওড়ায় সম্প্রীতির ছবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ মার্চ : হাওড়া খটিক সমাজের ঐতিহ্যবাহী রামনবমী শোভাযাত্রায় দেখা গেল সম্প্রীতির ছবি। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন মিষ্টিমুখ করিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় জল হাতে তুলে দিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিলেন। রামনবমী উপলক্ষে শনিবার দুপুরে হাওড়া খটিক সমাজের পক্ষ থেকে পরম্পরার মেনে ওই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ছিল ‘শব্দ’ নিয়ে শোভাযাত্রা। বিগত প্রায় কয়েক দশক ধরেই এই পরম্পরা হয়ে আসছে। এটাই তাদের বহু দশক ধরে পালন করে আসা ধর্মীয় রীতি। এদিন এই অনূষ্ঠানে দেখা যায় সম্প্রীতির ছবি। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন মিষ্টিমুখ করিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় জল হাতে তুলে দিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা

জানান। উল্লেখ্য, প্রতি বছরের ন্যায় পরম্পরা মেনেই এই শোভাযাত্রায় অস্ত্র (শস্ত্র) নিয়ে মিছিল হয়। উদ্যোক্তারা বলেন, এখানে আদালতের আদেশ অমান্য করার কোনও বিষয় নেই। কারণ আমরা বহু বছর ধরে এই ‘শব্দ’ নিয়ে পরম্পরা মেনে মিছিলের আয়জেন করে আসছি। হিন্দু-মুসলিম সমস্ত ধর্মের মানুষ একাবদ্ধভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। একের সম্প্রীতির বাতাররণ তৈরি হয় আমাদের শোভাযাত্রায়। ডাঃ রানা চ্যাটার্জি এদিন বলেন, আমাদের পর হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন গোলমোহর ময়দানের সামনে থেকে বিশাল শোভাযাত্রা শুরু হয়। সালকিয়া, পিলখানা হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে এই মিছিল সম্পন্ন হয়। মাঝপথে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা পানীয় জল, শরবত এবং মিষ্টি দিয়ে

তাঁদের স্বাগত জানান। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি রামনবমীর মিছিলে আসা উদ্যোক্তাদের মালা পরিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলারা। তারা জানান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ঈদ এবং মহরমে যেমন আমাদের হিন্দুরা স্বাগত জানান ঠিক একইভাবে পারম্পরিক রামনবমীর এই অস্ত্র মিছিলকেও আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা ভারতীয়। আমাদের কাছে ধর্ম যাই হোক আমাদের মৈত্রী থাকবে ভাইবোনের সম্পর্ক অটুট থাকবে এমনটাই জানান তাঁরা। এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, গৌতম চৌধুরী বলেন, ‘হাওড়া খটিক সমাজের এই শোভাযাত্রা আজকের নয়। এটা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। সব ধর্মের মানুষ একসাথে এতে সামিল হই-যা’

জয়নগরে রামহরি মঠে রামনবমীতে বিদায়ী বিধায়ক বিশ্রুনাথ দাস

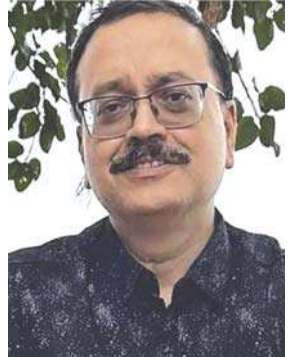
নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ২৭ মার্চ : শুক্রবার রামনবমী পালন করা হয় সারা দেশ জুড়ে। এদিন সন্তান হরিবাড়ি এর হাত ধরে রামহরি মঠে রাম সীতার পূজো শুরু হয়। সেই থেকেই চলে আসছে এই পূজো।এই পূজোর সাথে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন তকালীন পৌরসভার চেয়ারম্যান রামপদ চ্যাট্টা।বর্তমানে মঠটি সংস্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে এদিন জানালেন বর্তমান বংশধরেন।

দাস।তিনি রামসীতা ও হনুমান মন্দিরে রামনবমীর পূজোতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সবার সাথে বসে পূজোর অন্নভোগ গ্রহণ করানোবুখা বলেন অন্নভোগে অগত বহু মানুষের সাথেএদিন তিনি বলেন,রাম সীতা হনুমান কারুর একার নয়।দেবতা সবার।আমি প্রতিবছর এই রামনবমীতে এই মঠে আসি। এবারে ভোটের প্রচারের মাঝেই তাই সময় বার করে চলে এলাম।খুব ভালো লাগলো।মন্দিরে

পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপি সমর্থনে বিতর্ক, বামঘেঁষা ফোরাম ছাড়লেন ডা. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আবারও সামনে এল মতাদর্শের সংঘাত, আর তার কেনেং দ্র এক চিকিসকা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক সর্মীকরণ যত জটিল হচ্ছে, ততই তার প্রভাব পাছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এবার সেই প্রভাব এসে পাল চিকিসকর মহলেও। বিজেপিকে সমর্থন জানানোকে কেন্দ্র করে বামঘেঁষা চিকিসক সংগঠন ‘ ডক্টরস ফোরাম’ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করলেন ডা. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পানিহাটি বিধানসভা কেংড্রটি এবারের নির্বাচনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্রিুখী। একটিকে রয়েছে তীর্থঙ্কর ষোণ-এর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে কলতান

দেবনাথের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রচার শুরু করেন। তার এই পদক্ষেপই মূলত বিতর্কের সূত্রপাত। কারণ, ‘ ডক্টরস ফোরাম’ যাকে অনেকেই বামঘেঁষা সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেন, তারা এই কেন্দ্র থেকে কলতান দাশগুপ্তকে সমর্থন করছে বলে জানা যায়। ফলে সংগঠনের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে আসে। বৃহস্পতিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ডা. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে লেখেন যে তিনি ফোরামের অবস্থানের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সহমত হতে পারছেন না। তাই আপাতত সংগঠনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থেকে সরে দাঁানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর এই ঘোষণা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ঘিরে শুরু হয় জোর বিতর্ক।



চিকিসকের মা হিসেবে ইতিমধ্যেই জনমানসে পরিচিত মুখ। এই আবেগঘন প্রেক্ষাপটেই ডা. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে রস্কা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৬ সংখ্যা, শনিবার, ১৩ চৈত্র, ১৪৩২

রাজধিরাজ পৃথ্বীরাজ চৌহান

১১৭৭ খ্রিস্টাব্দ। অজমীরের চৌহান রাজপ্রাসাদ তখন এক অভূত থমথমে নিস্তব্ধতায় ঢাকা। রাজা সোমেশ্বরের প্রয়াণের পর সিংহাসনে বসেছেন মাত্র ১১ বছরের এক কিশোর;পৃথ্বীরাজ চৌহান। চারদিকে যড়যন্ত্রের জাল, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর লোলুপ দৃষ্টি, আর তার মাঝেই মা কপূরদেবীর অভিভাবকত্বে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। প্রাসাদের গ্রন্থাগারের পুরনো পাণ্ডুলিপির সৌদা গন্ধ আর কাবির খসখস শব্দের মাঝে বড় হতে লাগলেন তিনি। ৬টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি আর ১৪টি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান তাঁকে কেবল একজন যোদ্ধা নয়, বরং একজন প্রাজ্ঞ সম্রাট হিসেবে গড়ে তুলেছিল। বিশেষ করে ধনুবিদ্যার সেই বিরল ‘শম্ভভেদী’ কৌশল অর্জনে তাঁর একগ্রন্থতা ছিল বিময়কর। পৃথ্বীরাজের রাজত্বকাল কেবল রাজা জয়ের নয়, বরং ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার এক নিরন্তর লড়াই ছিল। উত্তরের থানেশ্বর থেকে দক্ষিণের মেওয়ার;বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর পদচিহ্ন চেনে। গুড়াপুরের যুদ্ধে অব্যাহত রাজ্যনি নাগার্জুনকে দমন করা কিংবা চন্দেল রাজা পরমর্দিকে পরাজিত করে মোহাবা জয়;প্রতিটি জয়ই ছিল তাঁর শৃঙ্খলার পরিচয়। তবে তাঁর জীবনের সবচাইতে আলোচিত অধ্যায় ছিল কনৌজের রাজকন্যা সংযোগিতার সাথে সেই রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনী। স্বয়ম্বর সভা থেকে সংযোগিতাকে নিয়ে আসা কেবল সাহসিকতা ছিল না, তা ছিল এক সম্রাটের আত্মসম্মাদার লড়াই। অর্থাৎ সেই প্রেমের আনন্দই কি তাঁকে তরাইনের প্রান্তরে কিছুটা অসতর্ক করে দিয়েছিল? ১১৯১ সাল। তরাইনের প্রথম প্রান্তর। মুহম্মদ ঘুরীর বিশাল বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বাধীন রাজপুত্র জেট। বাতাসের প্রতিটি ঝাপটায় তখন বারুদের গন্ধ আর যুদ্ধের উদ্‌মান্দ। পৃথ্বীরাজের বাহিনীর শৃঙ্খলার সামনে ঘুরীর বাহিনী খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল। আহত ঘুরী কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলেন তার দেশে। পৃথ্বীরাজ চাইলে সেদিনই শত্রু নিধন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর মহানুভবতা তাঁকে পিছিয়ে দিয়েছিল। তিনি জানতেন না, এই উদারতা এক বছর পর আবারবর্তে ভাগ্যে কী চরম বিপর্যয় নিয়ে আসবে। পরাজিত ঘুরী গজনীতে ফিরে গিয়ে প্রতিশোধের এক শীতল আগুন জ্বালিয়েছিলেন। ১১৯২ সাল। ঘুরী ফিরলেন এক বিশাল অশ্বারোহী তিরনাজ বাহিনী নিয়ে। তরাইনের সেই একই রণক্ষেত্র, কিন্তু এবার যুদ্ধের ধরন বদলে গেছে। ঘুরী লড়াইয়ের চেয়ে বেশি আশ্রয় নিলেন এক পরিকল্পিত নীল নকশায়। তোরের আলো ফোটার আগে, যখন রাজপুত্র শিবির প্রা্তঃকৃত্যে ব্যস্ত, তখনই অতর্কিতে হাঙ্গলা চালানো তুর্কি বাহিনী। রাজপুত্রদের রণকৌশলের দুর্বলতা আর ঘুরীর ধূর্ততার সামনে তরাইনের প্রান্তর সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল ভারতী়দের রক্তে। পৃথ্বীরাজকে সরস্বতী নদীর কাছে বন্দি করা হল। ইতিহাসের এক মহাকাব্যিক জয় পর্যবসিত হলো এক বেদনাবিধুর পরাজয়। গজনীতে বন্দি অবস্থায় পৃথ্বীরাজের ওপর নেমে এক অকথ্য নির্যাতন। কিংবদন্তি বলে, তাঁর দুই চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্রাট দমে যাননি।

প্রাচীন ভারতে ‘শেফ’ নল

পিরিয়ানির ইতিকথা। কি নেই বলুনতো আমাদের দুই মহাকাব্যে? ধর্ম কৃতনীতি সামাজনীতি যেমন আছে তেমনি আছে পান ভোজনের ঢালাও বর্ণনা। আজকাল যাকে রেসিপি বলে আরকি। বিলাস হচ্ছেনা? আছা নলের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? এই নামে অবশ্য দুজন আছেন দুই কাব্যে। রামায়ণে নল হলেন বিশ্বকর্মার পুত্র যিনি রামসেতুর টাফ আর্কিটেক্ট। আর মহাভারতের নল হলেন ‘নিষাদ’ রাজ্যের অধিপতি। আজকের কাহিনী এমনিতে নিয়েই। অভ্রলোক একাধারে অভ্যন্ত সুপুরুষ এবং পাশ্চাত্যীয় পারদর্শী। অন্যদিকে যোড়া চেনার সহজাত ক্ষমতা এবং রান্না করার অভুত গুণ। একালে জন্মালে যেকোনো পাণ্ডিত্যার হোটেলের মাস্টার শেফের চাকরি বাঁধা। স্বভাবতই এমন গুণী মানুষের প্রেমে পড়ল প্রতিবেশী বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তী। স্বয়ংবর সভায় হাজির দেবতাদের গলায় মালা না পড়িয়ে সে বরমালা পড়ালো নলের গলায়। ব্যাস বেধে গেল ধুমুমার, আর সবাই মনে নিলেও মনতে পানল না কলি। ঢুকে পড়ল নলের শরীরে। দিনে দিনে কুৎসিত হয়ে গেল নল, বাজিতে হারল রাজপাট। সে আর এক গল্প, আজ শুণু নল রাজার রন্ধনপটুতার কথা বলবে। অনেকেই মনে করেন আমাদের হৈসেলে মাংসের বিভিন্ন পদ ঢুকেছে মোগলদের হাত ধরে, তার থেকেই নামকরণ..... মোগলাই খানা। একদম ভুল। মহাভারতের দেখা যায়, ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র প্রায় সকলেই মাংস খেতেন। যদিও গরু, হাঁস, বক, চক্রবাক, কুম্ভ প্রভৃতিকে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে ‘অভক্ষ্যা ব্রাহ্মণর্মথস্য্যঃ শঙ্কবেৎ বৈ বিবর্জিতা’ অর্থাৎ যে সব মাছের আঁশ বা শঙ্ক সেই তা ব্রাহ্মণদের কাছে অখাদ্য। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের শুসায় ও হরিণদের মাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল। বনবাসের সময় পাণ্ডবদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস। আর এই মাংস চাল ও সুগন্ধি মশলার সমাহারে ‘মাংসদন’ প্রস্তুতির প্রথম কারিগর ছিলেন রাজা নলা। তাঁর রচিত ‘পাকদর্পণ’-এ ‘মাংসোদনস্যা গুণাঃ’-তে বলছেন, ইন্দ্র রক্তিকরং ব্যুৎং পথাং লঘুবলপ্রদম্। গাভৃতুদ্ধিকরত্বাচ ব্রণদোযান্ প্রশাম্যতি। অর্থাৎ এটি হলো সুস্বাদু, পুষ্টিকর, রতি-উদ্দীপক, উপকারী, হালকা, শক্তিবর্ধনকারী। শরীরের কোষজনিত কারণে যে ক্ষত তৈরি হয় তার নিরাময় করে। একালের বিরিয়ানির সাথে মিল পাচ্ছেন কিনা? লাুবকুমাংসদন, আমাদের ভাষায় চিকেন বিরিয়ানি। লাুব এখানে লাউ নয়, কোয়েল পাখির মাংস। চিকেন ধরে নেওয়া যেতে পারে। মাংস চালের দানার মতো টুকরো টুকরো করে নিয়ে ভাল করে ধুতে হবে। অর্থাৎ, মাংসকে কিমা করতে হবে। জল ব্যয়িয়ে গরম ফিরের সঙ্গে মেশাতে হবে। ভেজে কিমা করে ঘিয়ে চাল ভেজে মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল বললেন, মিথ্যাকার কেবল শক্তিরই হয়ে পড়তে শুরু করে। তত্ত্ব সাধনা করে মা কালীকে জাগ্রত করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

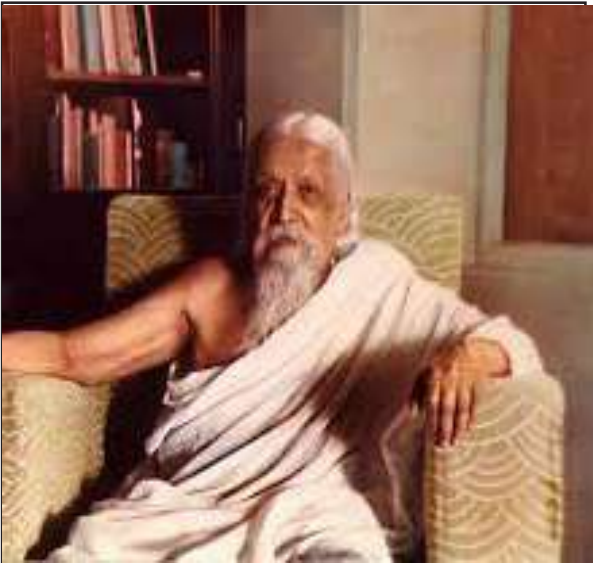


স্বামী বিবেকানন্দ বলেন অর্থমকে ভাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনায় বিপ্লবী অরবিন্দ, তাকে শক্তিশালী করেন রাসবিহারী

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা চিরকালই সমস্ত বিপ্লবকে সমর্থন করে এসেছে। এই বাংলায় সমস্ত বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি গা ঢাকা দিয়েই বাংলার গুপ্ত সমিতিগুলো পরিচালনা করতেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে সামনে রেখে। ১৯০৩ সালে বাংলায় দিকে রওনা দিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার বরোদা থেকে



অরবিন্দের নির্দেশে। বারীন্দ্র কুমার হাওড়া স্টেশনে এসে কোনও আত্মীয় বাড়ি তে উঠলেন না। একখানা ছা্যকাটা গাড়ি করে তিনি সোজা উঠলন ১০৮ নম্বর সার্কুলার রোডে। এই বাড়িতে যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন পি মিত্রের নেতৃত্বে। এই বাড়িতে বাস করতেন পি মিত্র, তাঁর স্ত্রী এবং বোন। এই বিপ্লবী কেন্দ্রের গা ঘেসে ছিল সুকিয়া স্ট্রিট থানা। তার মাঝে ছিল একটি বিশাল পুকুর। বিপ্লবীদের প্রথম টেক টাকার কোনও অভাব হয়নি। কারণ প্রমথনাথের উদ্যোগ কলকাতার ব্যারিস্টারদের কাছ থেকে পাওয়া যেত মাসে আড়াইহিশো টাকা। প্রমথনাথ নিজে দিতেন ক্রিশ টাকা। আর চিত্তরঞ্জন দাস দিতেন দশ টাকা। এই টাকায় কর্মীদের খাওয়া দাওয়া এবং সাধারণ ব্যয় নির্বাহ করা হতো। সেখানে একটি সাইকেল কিনে দেওয়া হয়েছিল যাতে করে দ্রুত কোনও সংবাদ দেওয়া সম্ভব হয়। তার পরে সেখানে একটি ঘোড়াও ছিল বিপ্লবীদের অশ্বারোহন শেখানোর জন্য। এটা সম্ভবত মাকিনতলার কোনও সহস্রদ্য ব্যক্তি দান করে থাকবেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বারীন কুমারকে সাদরে গ্রহণ করতেন। বারীন্দ্র কুমারের প্রতি নির্দশ হল-বই পড়ে শরীর চর্চা করে ভাবী বিপ্লবীদের জন্য তৈরি হতে হবে। তারপরে লেগে যেতে হবে কর্মী সংগ্রহের কাজে। আপাতত বই পড়া

আমেরিকার স্বাধীনতা বই নিয়ে পড়া শুরু হল। ঠিক সেই সময়ে বারীন্দ্র কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন কবিবিশ্ব শ্রুতাকার। পায়ে তালতলার চটি এবং মুখ ভরা হাসি নিয়ে উপস্থিত হন বারীন্দ্র কুমারের কাছে। ইনিই ছিলেন ভাবী যুগান্তর পাট্টির কর্মবিশ্ব। বরোদা থেকে বারীন্দ্র কুমার চলে আসার আগে যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের গোপন প্রচারের জন্য সেখানে খাওয়া আসা করতে শুরু করেছিলেন। এমন এক অভিযানে তিনি আড়বালায়া যান। সেখানে অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। অবিনাশচন্দ্র তখন মেট্রোপলিটান কলেজর ছাত্র ছিলেন। সেই সূত্র ধরে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় হল অবিনাশচন্দ্রের।

বাড়ির সামনে ছোট মাঠে ছিল ব্যায়াম করার স্থান। সাইকেল চড়ার কাজও সেখানে চলতো। থানার পুকুরে সেখানো হত সাঁতার। কলকাতার রাস্তায় তখন বাস বা ট্যাক্সির আগমন ঘটেনি। তাই ঘোড়া চড়ার কোনও ব্যাখাত হল না রাস্তায়। একতলা উর্ ‘ওয়েলার’ ঘোড়ায় সব কর্মীরা ঘোড়া চড়ানো শিখতো। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাক্তন সেনিকা। পাশা অশ্বারোহী। অশ্বারোহন তিনি নিজেই শেখা তেন সবাইকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চলে যতীন্দ্রনাথ যেতেন উকিল ব্যারিস্টারদের বাড়িতে চাঁদা আদায়ের জন্য। তাঁর যাওয়া আসার পথ ছিল গড়ের মাঠ

কবিগুরুর পাটনা সফরকে সফল করতে বাঙালী সমাজ

বিশেষ প্রতিবেদক

গুরুদেবের পাটনায় আগমন। লেখাটা ১৭ই মার্চ ইংরেজিতে দিয়েছিলাম ফেসবুকে। তখনই মনে হয়েছিল বাংলায়ও দেওয়া উচিত। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার পাটনায় এসেছিলেন। সেটা ছিল ১৯৩৬ সালের ১৬ই মার্চ। তখন তাঁর ৭৬ বছর বয়স। বার্ষকাজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে তার ভদ্রুর আস্থ্যের কথা বিবেচনা করে সফর না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সে পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি ১৭ই সফর করছিলেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য, বহুদিন পরে লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়।

পাটনা অবশ্য তাঁর এই সফরের একমাত্র গন্তব্য ছিল না। ১৯৩৬ সালের (মার্চ-এপ্রিল) বিশ্ব ভারতীর বার্ষিক প্রতি বেদনে উল্লেখ আছে যে, গুরুদেব ১৬ই মার্চ পাটনায়, ১৮ই মার্চ এলাহাবাদে, ২১শে মার্চ লাহোরে এবং ২৫শে মার্চ দিল্লিতে পৌঁছান। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘রবীন্দ্রজীবনী’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দিল্লি থেকে গুরুদেব ২৯শে মার্চ মীরটও সফর করেন এবং সেখান থেকে পুনরায় দিল্লিতে ফিরে আসেন)। ১৯া এপ্রিল দিল্লি ত্যাগ করে তিনি শান্তিনিকেতনে (বোলপুর) ফিরে আসেন। অতশাউ, তিনি এই সফরে একা যাননি। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি ন্যাটদল, যারা তাঁর রচিত নৃত্যনাট্য ‘চিরাঙ্গদা’ মঞ্চস্থ করার দায়িত্বে ছিল। যেমনটি ‘রবীন্দ্রজীবনী’ (উপরে উল্লিখিত) গ্রন্থে বলা

সাড়ে সাতটা। টেনটি সম্ভবত ‘দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার’ ছিল, যা বোলপুর হয়ে, অর্থাৎ হাওড়া-পাটনা রুপ লাইনে আসত। গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করার উদ্দেশ্যে চার দিন আগেই এখানে একটি অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়।

১২ই মার্চ তারিখের ‘বিহার হেরাল্ড’ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হিসেবে ছিলেন জনাব মো। আব্দুল আজিজ (শিক্ষামন্ত্রী), জনাব সুভাভান আহমেদ (পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (উপচার্য), সী সচিদানন্দ সিনহা (প্রখ্যাত ব্যারিস্টার), শ্রী পি. কে. সেন (বরিষ্ঠ ব্যারিস্টার), রায়বাহাদুর এম. এন. নয়া, শ্রী বেকুঁত নাথ মিত্র, শ্রী মুরলি মোহনহর প্রসাদ (সম্পাদক,

দিয়ে। তিনি ছিলেন জন্মগত গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। আগুন নিয়ে খেলা করার জন্যই তিনি যেন জন্ম গ্রহণ নিয়েছিলেন। বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাঁর নেতৃত্বে অল্প সময়ের জন্য। তবুও বলতে হয় তিনি ছিলেন বলেই বাংলায় সমস্ত বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বিপ্লবীদের প্রথম প্রশিক্ষণ দেওয়ার শুরু করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে বৃহৎ আকার ধারণ করে। প্রমথনাথের স্বপ্ন তাঁর মধ্যে দিয়ে সফল হয়। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যান। তখন তিনি হয়েছিলেন সমস্ত সহস্র সাঁওতালদের স্বাভাবিক নেতা। বাংলার বিপ্লবী আন্দো লনে তাঁকে হারিয়ে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাঁকে কোনও সন্দেহ নেই। এইভাবে বিপ্লবী সমিতির প্রথম উদ্যোগ চালু হয়ে গিয়েছিল। পরে বুঝতে পারা গেল যে উকিল ব্যারিক্টার দিয়ে বিপ্লবী সমিতি বেশি আর দিন চলবে না। বিপ্লবী আন্দোলনকে চালু রাখতে গেলে প্রয়োজন তরুণ সমাজের সক্রিয় সহযোগিতা। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে কলকাতার প্রতিটি পার্ক ঘুরে ঘুরে তরুণ সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে। তারপরে তাদেরকে বিপ্লবী মস্ত্রে দীক্ষিত করা হবে। এই গুরুভার এসে পড়ল বারীন্দ্রকু মারের ওপরে। ইতিমধ্যে বারীন্দ্র কুমার ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া বইগুলো পড়ে ফেললেন। এর মধ্যে ছিল আইরিশ ব্রদ্রোহের ইতিহাস, ডাচ প্রজাতন্ত্র, গ্যারিবল্ডি ও ম্যাটাসিনির জীবনী, সিপাহী ব্রদ্রোহের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, টডের রাজস্থান, টমকাকার কুটির, রামায়ণ, মহাভারত, দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র এবং উইলিয়াম ডিগবীয় বৃটিশ অর্থনীতির বই, ভারতের ইতিহাস, ইংল্যান্ডের ইতিহাস, ক্রমওয়েলের জীবনী এবং ওকাকুরার বই। এছাড়া বৈজ্ঞানিক মারগাত্মের বিবরণ সম্বলিত বই ছিল- ‘‘War made Impossible, Mr. Block’’ নামধেয় জনৈক ইংরেজের লেখা। স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা স্বপ্ন নিহিষ্টি দলভুক্ত ছিলেন। আইরিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অনুশীলন সমিতিতে হাওড়ার দেওয়ার আগে তিনি শর্ত আরোপ করেছিলেন বইগুলোকে অবলম্বন করে বিপ্লবী কর্মী গড়েতে হবে। সেই ক্ষুলে বা পাঠ্যক্রম বিভিন্ন দেশের বিদেশের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি শিক্ষা দিতে হবে। এখান থেকে তৈরি

হাওড়ার ডায়েরি : হাওড়ার রামরাজাতলায় রামনবমী

দেবেন হালদার

রাম নবমী। আসুন হাওড়া জেলার রামরাজাতলা-র ঐতিহ্যবাহী রাম পুজোর কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। যুগ-যুগ ধরে হাওড়াবাসীর আরাধ্য দেবী হলেন সরস্বতী। হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি অঞ্চলের পরিচিত খুব প্রাচীনকাল থেকেই কথিত আছে চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙা বেস্তড় (এখনকার বেতড়) বন্দর দিয়ে যায়। বেথুলাও কলার মাদ্রাস করে বেস্তড় বন্দর হয়ে সরস্বতী নদী দিয়ে যায়। একমাত্র সরস্বতীর মন্দির হাওড়াতেই আছে। আমি ছোট বেলায় দেখেছি শ্রী অসিত বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং ঘটার পর ঘট। আলোচনা করতেন দুর্গারানী চৌধুরী, মাধুরী দেবী (জীবিত),সুরেশ চৌধুরীর সাথে তাঁর লেখার তথ্যের জন্য। অযোধ্যারাম সান্যাল রাজসাহী থেকে হাওড়া আসেন প্রায় তিনশো বছর আগে। ১৭কালীন বাংলা নবাব ওঁনাকে চৌধুরী উপাদি দেন। জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী শ্রীরাম



চন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। রাজ প্রভাতে গঙ্গার স্নানের যেতেন, একদিন গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে উঠে দেখেন জলে গৌফখারী রামের প্রতিবিম্ব (কেউ কেউ বলেন স্বপ্নাদেশ পেয়ে ছিলেন)। উনি ফিরে বাড়ির সন্ন্যাসকে বলেন ও মন্দির বানানোর অগ্রহী হন। ভারত বর্ষে গৌফখারী রাজকীয় রামচন্দ্র শুধু রামরাজাতলায় ও ছোটরাম তলায় পূজিত হয়। রাজারামতলা বা রামরাজাতলা নামটি রামচন্দ্র নাম থেকেই আসে। এতদিন থামবাসীরা দেবী সরস্বতীর পুজো করে হঠাৎ করে রামের পুজো, তাই তারা জমিদারের বিরোধিতা শুরু করল। অবশেষে মীমাংসা হল দেবী অবস্থান হবে রামনীতা উপরে।

সরস্বতী পুজোর দিন প্রতিমা নির্মাণের সূচনা হয় বর্শ কাটা এবং প্রারম্ভিক পুজোর মধ্য দিয়ে। সেই থেকেই আজ অবধি সরস্বতী পুজোর দিন যতীতলার নির্দিষ্ট বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটা হয়। কুমারটুলির গৌরী পালের বংশধররা রামরাজাতলা বাজারের আটচালাতে আজও রামনীতার মূর্তি নির্মাণ করে চলেছেন। প্রথমে তিন দিন,তারপর পনেরো দিন,তারপর এক মাস,এখন চার মাস। আগে যাত্রা পালাগানের

বণিক সভা সিআইআই’র লক্ষ্য শক্তিশালী আর্থিক বাংলা গঠন

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার বণিকসভাগুলির মধ্যে যথেষ্ট নাম করেছে সিআইআই। এই বণিকসভা বেশ কয়েক বছর ধরে জালাল উদ্দিন জন্ম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। প্রতি বছর তারা বাংলার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা পাশাপাশি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং



তাকে বাস্তবায়িত করতে পদক্ষেপ নেয়। এবারেও সিআইআই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। সেখানে বাংলার শিক্ষাপতির অংশ গ্রহণ করে কী করে বাংলার পরিবেশের উন্নতি এবং বিভিন্ন জনসেবা মূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের মান বৃদ্ধি করা যায় তা দিকে দৃষ্টি রাখতে যেমন শুরু করেছে পাশাপাশি তাদের গ্রহীত পরিকল্পনাতে বাস্তবে পরিণ করার চেষ্টা করে চলেছে। বার্ষিক আর্থিকলি সভা ও ভিশন নিয়ে সম্মেলন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর পালনে আলোচনা যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। দ্রুত পরিবর্তন এবং ব্যাঘাতের দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি যুগে, সহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরি পরিবেশ, শ্রম এবং সাফল্যের চেয়ে বেশি প্রয়োজন- এটি দৃষ্টি, স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার ক্ষমতার দাবি করে।

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ল্যান্ড স্কেপগুলির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আলোচনায় তুলে ধরা হয় কীভাবে ভারতীয় বাবসা প্রতিষ্ঠানগুলি এমন সংক্রান্ত তৈরি করতে পারে যা শুধুমাত্র বৃদ্ধিই অর্জন করে না কিন্তু শিল্প, সমাজ এবং অর্থনীতিতে স্থায়ী প্রভাবও তৈরি করে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মিঃ শাম্ভত গোয়েন্দা, ডঃ সঞ্জীব গোয়েন্দা, মিঃ আর. মুকুলন, মিস শোবানা কামিনেনি, মিঃ চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী, মিঃ সঞ্জীব প্রতিষ্ঠানের উপর পালনে আলোচনা যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। দ্রুত বিকশিত ব্যবসায়িক পরিবেশ, শ্রম এবং সাফল্যের চেয়ে বেশি প্রয়োজন- এটি দৃষ্টি, স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার ক্ষমতার দাবি করে।

ছবিঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা

নদীয়ার ভোট ম্যাসকট ‘গাঙ্গেয় ডলফিন’ সংরক্ষণের বার্তা নিয়ে বুথমুখী হওয়ার আহ্বান জেলাশাসকের

দেবাশিস কংশবণিক, নদীয়া, ২৭ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে অভিনব ম্যাসকট নিয়ে প্রচারে নামল নদীয়া জেলা প্রশাসন। শুক্রবার নদীয়ার আসন্ন নির্বাচনের ম্যাসকট হিসেবে উন্মোচিত হলো ‘গাঙ্গেয় ডলফিন’ বা স্থানীয় ভাষায় পরিচিত ‘শুশুক’। একসময় নদীয়ার বুক চিরে বয়ে যাওয়া ভাগীরথী নদীতে প্রচুর সংখ্যায় দেখা



যেত এই স্তূনাগ্রাযী প্রাণীটি। বিলুপ্তপ্রায় এই প্রাণীকে সংরক্ষণের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি ভোটারদের নির্ভয়ে বুথমুখী করতেই জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ। এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এক বর্ণাঢ্য অন্ত্রানের মাধ্যমে এই ম্যাসকটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অধিকারিকরা। ম্যাসকট উদ্বোধনের সময় স্কুল পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। গাঙ্গেয় ডলফিনের কাট-আউট এবং ম্যাসকটের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের দ্বিমুখী বার্তা দেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাঙ্গেয় ডলফিনের ভূমিকা অপরিসীমা। ঠিক তেনেই গণতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিটি ভোটারের ভোটদান আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্যেই ‘আমার ভোট, আমার অধিকার’ স্লোগানকে সামনে রেখে এই নীল রঙের চনমনে ম্যাসকটটি জেলার রুক্কে রুক্কে প্রচার চালাবে। টাংলাবে, কাট-আউট এবং ডিজিটাল মাধ্যমেও এই ডলফিনকে দেখা যাবে, যা ভোটারদের বুথ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করবে। নদীয়ার জেলা শাসক শ্রীকান্ত পল্লী বলেন, ‘জেলার ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে ভাগীরথী এবং তার জলজ প্রাণীরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ভোটারদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করতে এই ডলফিনকেই সেরা মাধ্যম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে ম্যাসকট উদ্বোধনের পাশাপাশি স্তুষ্ঠ ও অবধা নির্বাচন সম্পন্ন করতে বিভিন্ন নিয়মাবলি ও প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। জেলা জুড়ে এখন একটাই সুর- পরিবেশ বাচিয়ে উৎসবের মেজাজে ভেটিদান।

মেখলিগঞ্জে স্কুলের কাছে মিলল মর্টার শেল, চাঞ্চল্যের এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৭ মার্চ :বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের রানীরহাট এলাকায় একটি মর্টার শেল মেলায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সরোহাটি নিউ প্রাইমারি স্কুলের কাছে সড়ক থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় সত্বরে খবর অনুযায়ী, সকালে কিছু শিশু স্কুলের কাছে সড়কে খেলছিল। তখনই তারা মাটিতে পড়ে থাকা একটি আজব বস্তু দেখতে পায়। কিছু না বুকেই তারা সেটি নিয়ে খেলতে শুরু করে। এটি দেখে স্থানীয় লোকজন ধাবড়ে যান। পরে এটিকে মর্টার শেল হিসেবে শনাক্ত করে শিশুদের থেকে তড়িঘড়ি দূরে সরানো হয় এবং পাশে একটি ভুট্টা ক্ষেতে সুরক্ষিত রাখা হয়। এরপর রানীরহাট পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, এলাকা ঘিরে ফেলে এবং বহু স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। মেখলিগঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুধীর রায় জানিয়েছেন যে, শিশুরা ওই মর্টার শেলটি নিয়ে খেলছিল। প্রশাসন মর্টার শেলটিকে নিজগোের সুরক্ষার ফোর্সটোপে নিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনের আগে এইভাবে মর্টার শেল মেলায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটি কোথা থেকে এল, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। স্থানীয়দের একাংশের ধারণা, পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জলচাক্রা নদীর স্রোতে ভেসে এটি এখানে এটিকে নিজগোের সুরক্ষার কারণওর মতো, সাক নির্মাণের জন্য ফেলা পাথর ও মাটির সাথে এটি এখানে পৌঁছে থাকতে পারে। আপাতত পুলিশ প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখছে এবং বহু স্কোয়াড না আসা পর্যন্ত এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে।

৩৫০-৪০০ বছর প্রাচীন রাম পুজো! রয়েছে সাদা পদ্ম-লাল পদ্ম নিবেদনের রীতি, মন্দিরে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ মার্চ : রামনবমীতে হাওড়ার রামরাজতালার ঐতিহ্যবাহী রামমন্দিরে ভক্তদের ঢল। প্রতি বছর এই বিশেষ দিনে এখানে অগণিত ভক্ত সমাগম ঘটা। প্রায় ৩৫০-৪০০ বছর প্রাচীন হাওড়ার রামরাজতলার রামপুজো। সারা বাংলার আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে এই মন্দির। প্রতিবছর রামনবমীর মধ্যরাত্রে পুজোর শুরু হয়। এরপর তক্তদের ঢল নামে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত এবং ভিনরাজ্য থেকেও বহু মানুষ এই দিন রামরাজা ত লার রামমন্দিরে হাজির হন। ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরে তার থেকে পুজো শুরু হয়ে সারাদিন ধরে চলে। প্রতি বছরের মতো এই বছরও রামরাজতলার মন্দিরে উপচে পড়ছে ভিড়। বিশেষ দিনে বসেছে নানা জিনিসের পসরা। এই মন্দিরে যেমন রামনবমীর দিন ভক্ত সমাগম ঘটে, তেমনই রাম বিজয়ার দিনও মানুষের ঢল নামে। রাম নবমী এবং রাম ভাসনের দিন রামমন্দিরে বসে নানা জিনিসের পসরা। এদিন বিভিন্ন ফল সহ পুজোর অর্ঘ্য সাজিয়ে ভক্তরা রামমন্দিরে হাজির হন। রামচন্দ্রের পছন্দের সাদা পদ্ম এবং সীতার পছন্দের লাল পদ্ম নিবেদন করার রীতি রয়েছে এখানে। প্রাচীন রীতি মেনে রামরাজতলার প্রাচীন রামমন্দিরে রাম-সীতার যুগল মূর্তির পুজো হয়। রাম-সীতা ছাড়াও এখানে শিব, ব্রহ্ম, সরস্বতী, বিভীষণ, শিবের অচ্যুত নন্দী-ভূদ্রী, ব্রহ্মার অনুচর জাম্বুবান, রামের গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনি, মা ধরনী সহ বিভিন্ন দেবদেবী একসঙ্গে পূজিত হন।

চিতাবাঘের হানায় জখম ও

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ : শুক্রবার সকালে চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন পাঁচজন গ্রামবাসী-সহ একজন বিট অফিসার। জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি পঞ্চায়েতের চিনকমানি গ্রামের ঘটনা। আততাদের চিকিৎসার জন্য মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খবর পেয়ে বন দফতরের আপালার্চাদ ও তারঘেরা রেঞ্জের আধিকারিক-সহ বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘটনায় গোটা গ্রামজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে নিজের বাড়ির উঠানে পরিষ্কার করছিলেন প্রায়সী রায় নামে এক গৃহস্থায়ী ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। ওই গৃহবধুর আতিক্রমের প্রতিবেদী চন্দ্রকান্ত রায়, সৌরভ রায়, শচীন রায় ও অমূল্য রায় তাকে বাঁচাতে তুটে এলে চিতাবাঘটি তাদেরও আক্রমণ করে। ঘটনায় ওই গৃহবধু ও অমূল্য রায়ের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের আপালার্চাদ রেঞ্জের কর্মীরা। চিতাবাঘটিকে চিকিত করার স্টেটা চিতাবাঘটিকে ঘুমপাডানি গুলি দিয়ে কাবু করার জন্য মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্নার ইন্তুফা ঘিরে জটিলতা, রেলকে স্পষ্ট অবস্থান জানাতে নির্দেশ হাইকোর্টের

ভোট আসতেই জয়গাঁকে পুরসভা করার আশ্বাস নিয়ে সরগরম রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালচিনি, ২৭ মার্চ : ভোট আসতেই উঠে আসছে কালচিনি বিধানসভার অন্যতম ইস্যু, জয়গাঁ এলাকাকে পুরসভার মান্যতা দেওয়ার। আসন্ন নির্বাচনে সীমান্ত শহর জয়গাঁ মানুষের মন জয় করতে পুরসভার আশ্বাস দিতে শুরু করেছে তৃণমূল। যদিও বিজেপি প্রার্থীর দাবি, তৃণমূলের তরফে মিথ্যে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। সম্ভ্রতি জয়গাঁ দু’নম্বর অঞ্চলে প্রচারে আসেন কালচিনি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওরাও। প্রায় ১৬ টি বুথে প্রচার চালান তিনি। সেখানে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে নির্বাচনের পরে জয়গাঁকে পুরসভা করার আশ্বাস দেন তৃণমূল প্রার্থী। তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জয়গায় রোড শো-তে এসে জয়গাঁকে পুরসভা করার আশ্বাস দিয়েছেন। গত বাম আমল থেকে জয়গাঁ এলাকার বাসিন্দারা জয়গাঁকে পুরসভায় রূপান্তরিত করার দাবি জানিয়ে আসছেন। বাসিন্দাদের কথায়, বাম আমলে তৎকালীন পূর ও নগোরন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য জয়গাঁকে পৌসভায় রূপান্তরিত করা হলে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়গাঁতে এসে জয়গাঁকে স্মার্ট সিটি এবং পুরসভা করার কথা জানিয়েছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত বাসিন্দাদের সেই দাবি পূরণ হয়নি। এবারের নির্বাচনে এই পুরসভা তৈরিকে কেন্দ্র করেই প্রচার করছেন তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওরাও। এই বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আমাদের প্রথম লক্ষ্য জয়গাঁ পুরসভা তৈরি করা। পুরসভা হলে এই সীমান্ত শহরে আরও উন্নতি ও সৌন্দর্য্যবান হবে। নির্বাচনে এই জয়গাঁ দুই অঞ্চলে বরাবরই ভাল ফল করে তৃণমূল। এই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকবে বলে আশাবাদী তৃণমূল প্রার্থীরা। অপরদিকে, কালচিনি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিশাল লামা জানান, এত বছর ধরে রাজ্যে তৃণমূলের সরকার রয়েছে, তাহলে এতদিন কেন জয়গাঁকে তারা পুরসভা করেননি। গতবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধানসভায় আমি এই দাবি তুলেছিলাম, কেনই মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম সাক জানিয়ে দিয়েছিলেন যে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্যদ থাকায় এখানে পুরসভা হবে না। এর থেকে তো পরিষ্কার যে রাজ্য সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত নেই। তৃণমূল ভোটের জন্য মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে।

পরিচ্ছন্নতা একটি যৌথ দায়িত্ব ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাঝে জনসাধারণের সহযোগিতা চাইল শিয়ালদহ বিভাগ

কলকাতা, ২৭ মার্চ : যাত্রী পরিষেবার উৎকর্ষ সাধন এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরাম প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ তাদের চলমান পরিচ্ছন্নতা অভিযানকে আরও জোরদার করেছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের কারণে কোনো যাত্রী যেন কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হন-এই মূল লক্ষ্য নিয়ে বিভাগটি একটি বিশাল ‘ল্যেগ্যুসি ওয়েস্ট’ (দীর্ঘদিনের জমে থাকা বর্জ্য) অপসারণ অভিযান শুরু করেছিল। এই অভিযানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিরাট এবং শ্যামনগর স্টেশন। বিরাটি স্টেশনে বিভাগটি সফলভাবে প্রায় ৫ লরি আবর্জনা অপসারণ করেছে, যার মোট পরিমাণ প্রায় ২ টন। দীর্ঘ সময় ধরে এই বর্জ্য সেখানে জমে ছিল। একই স্টেশনে, শ্যামনগর স্টেশনেও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০ কেজি বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে। যদিও এই কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও স্টেশন চত্বরেকে সম্পূর্ণভাবে দূষণমুক্ত ও সজীব করে তোলার লক্ষ্যে আরও প্রায় ১০০ কেজি চিকিত আবর্জনা বর্তমানে অপসারণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।কেলমাত্র ভেত প পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে, শিয়ালদহ বিভাগ পোস্টার ও ব্যানার ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ব্যাপক জনসচেতনতা অভিযানও পরিচালনা করেছে। তবে, শিয়ালদহ বিভাগ বিশেষভাবে জোর দিয়ে জানিয়েছে যে, এই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা একটি যৌথ দায়িত্ব। বিভাগটি একটি বিশ্বমানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে দিন-রাত পরিশ্রম করে গেলেও, এই উদ্যোগের চূড়ান্ত ফলফল অনেকাংশই জনসাধারণের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। শিয়ালদহ বিভাগ যাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যেন তাঁরা স্টেশনে প্রদত্ত ডাস্টবিন বা আবর্জনা ফেলার পাত্রগুলো ব্যবহার করেন এবং রেললাইন কিংবা প্ল্যাটফর্ম চত্বরে যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকেন। বিভাগটি সকল



এই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এই পরিচ্ছন্নতা প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ স্টেশনগুলো ও ওপর কাড়া নজরদারি চালাবে। বৃহৎ পরিসরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নাগরিক শৃঙ্খলার মেলবন্ধনের মাধ্যমে, শিয়ালদহ বিভাগ সকলের জন্য একটি নির্বিঘ্ন, স্বাস্থ্যকর এবং আনন্দদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে চায়। শিয়ালদহ বিভাগ এই মহৎ উদ্দেশ্যে অবিরল এবং তারা প্রতিটি নাগরিকের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে যেন তাঁরা আমাদের এই ‘জীবনরেখা’ (Life Line)-কে পরিচ্ছন্ন ও সুবুজ রাখার কাজে একজন অংশীদার হিসেবে এগিয়ে আসেন।

ভোট প্রচারের ময়দানে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে বহরমপুরের বিজেপি প্রার্থী সূরত মৈত্র

মিঠুন হালদার, বহরমপুর, ২৭ মার্চ : দীর্ঘ পাঁচ বছর বিধায়কের দেখা না পেয়ে বহরমপুরের বিজেপি বিধায়ক সূরত মৈত্রের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সাধারণ মানুষ। ভোটের মর্যাদে বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলো এলাকার উন্নয়ন না করে ‘রাজনীতি করেছেন এবং ঘুরে বেড়িয়েছেন’। শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে বহরমপুর পুরসভার তিন, চার ও আট নম্বর ওয়ার্ডের পাউন্ড রোড, লিটুবানান এলাকায় যান বিজেপি প্রার্থী। সেখানেই তাঁর বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন বেশ কিছু মানুষ। এমনই এক যুবকের ক্ষোভের ভিডিও (যার সত্যতা আমরা যাচাই করিনি) সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকা জুড়ে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ওই যুবক নিজের অভিযোগ জানিয়ে বিজেপি প্রার্থী সূরত মৈত্রকে বলছেন, আমরা মন থেকে আপনাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু খুব দু গুণ পেয়েছি আপনি না আসা। আপনি কোনও কাজ নাই করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এবারের দেখা করে আমাদের কুশল সংবাদ নিতেন, ততো ভালো লাগতো। হঠাৎ করে ক্ষোভের মুখে পড়ে বিজেপি প্রার্থী



বা প্রত্যাখ্যান-এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে জানানো প্রশাসনের দায়িত্ব। সেই কারণেই রেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা এই বিষয়ে কী অবস্থান নিচ্ছে তা লিখিতভাবে আদালতে জানাতে হবে। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, সরকারি বা

আধা-সরকারি সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পরিষ্কার প্রশাসনিক নীতি থাকা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ইন্তুফার মতো বিষয়ে কোনও খোঁয়াশা থাকলে তা কর্মীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। তাই দ্রুত এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দেয় আদালত। এই ঘটনাকে ঘিরে কর্মী মহলেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। অনেকাই মনে করছেন, যদি ইন্তুফার মতো মৌলিক বিষয়েও এমন জটিলতা তৈরি হয়, তবে তা ভবিষ্যতে আরও বড় সমস্যার কারণ হতে পারে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ ও উঠতে শুরু করেছে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আদালতের এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি শুধু একটি নির্দিষ্ট মামলার সীমার মধ্যেই নয়, বরং বৃহত্তর প্রশাসনিক কাঠামোর জন্যও

রাম নবমীর শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ তৃণমূল প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ মার্চ : রাম নবমীর পূণ্যতিথি উপলক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো এবারও মালদা শহরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিগাড়া এলাকায় ধর্মপ্রাণ মানুষজনের উদ্যোগে আয়োজন করা হল হরিনাম সংস্কীর্তন ও কলসাত্রায়া। শুক্রবার ভোরবেলা বর্ণাঢ্য ধর্মীয় শোভাযাত্রা শুরু হয় মালদা শহরের রামকৃষ্ণ মিশন মহানন্দা নদীর ঘাট থেকে। শোভাযাত্রায় অংশ নেন ইংরেজবাজার বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুন্ডু, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর কালিক কর্মকারসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির। ধর্মীয় আবেহ ঢাক , কাসর- ঘণ্টা ও হরিনাম সংস্কীর্তনের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে শেষ পর্যন্ত কুলিগাড়া এলাকায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ ও ব্যাঙ্গার। এদিন শোভাযাত্রায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূল প্রার্থী আশিস কুন্ডু বলেন, ‘ব্যাঙ্গার ঐতিহ্য হল সকল ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মিলেমিশে বসবাস করা। রাম নবমীর এই পবিত্র দিনে ভগবানের কাছে তিনি সকলের শান্তি, সম্ভ্রীতি ও মঙ্গল কামনা করেন। ধর্মীয় সম্ভ্রীতি ও সামাজিক এক্যের বার্তা দিতেই এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত আশ্রুধা উড়িয়ে বাঁকুভায় শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হল রামনবমীর শোভাযাত্রা। শুক্রবার সকালে নুতনানটির পাঁচবাগা ময়দান থেকে মিছিলের সূচনা হয়। সুসজ্জিত ভগনান শ্রী রামচন্দ্রের মূর্তি, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, ভরতমতা, রামশীলা ও গোমাতার ট্যাবলো নিয়ে শোভাযাত্রা এগোতে থাকলে পথে পথে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। কলেজ মোড়ে এসে তা কার্যত জনজোয়ারে পরিণত হয়। এদিন বহু দম্পতি তাঁদের শিশু সন্তানদের রাম ও হনুমান সঙ্গে মিছিলে অংশ নিতে দেখা যায়। শোভাযাত্রার কয়েক দিনে উদ্যোগীদের সঙ্গে প্রশাসনের মতবিনিময় থাকলেও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের নির্ধারিত পথেই মিছিল সম্পন্ন হয়। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল। পাশাপাশি রামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির সদস্যরাও সতর্ক অবস্থানে। রামনবমী উদ্‌যাপন সমিতির সাধারণ সম্পাদক রামঅবতার ফোকলা জানান, সকলের সহযোগিতায় শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তারা সন্তুষ্ট।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩৯ তল, রিমেট কন্ট্রোল রুমিক নং, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নির্মলিখিত কাজের জন্য ই-টোকার আহ্বান করছেন : জরমিক নং, ২, টোকার নংঃ ইএলইজি-৩টি-১২৯২-২০৫৫-২৬-আর, কাজের বিরম্বহঃ এলএইচবি টাইপ এলি কোের সুইচবোর্ড ক্যাবিনেটের একটি কম্পার্টমেন্টে ইন্সটের প্রসঙ্গে রোডের টোকার মূল্যঃ ১৪,৮২,১৯০.৫০ টাকা, বার্মান মূল্যঃ ২৬,৭০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ০৩ মাস। জরমিক নং, ২, টোকার নংঃ ইএলইজি-৩টি-১২৫৩-২০৫৫-২৬, কাজের বিরম্বহঃ (১) শিয়ালদহ ডিভিশনের স্টেশনরেলিভে যেখানে ট্রেস/খাড়া শুরু করে সেখানে সিআইবিই-র বস্ফা (১) শিয়ালদহ ডিভিশনের ১৫টি স্টেশনে অর্থাৎ বিইবি, বিএসটি, ডিইবি, ডিইজিএইচ, এমজিএল, পিসিএল, পিএলওয়াই, আরইকে, এলজিটি, এলডিএইচ, বিকিউজি, পিসিসজড, জেজোটি, কেমপারি এবং বিসিটি-তে ট্রেস ইন্ডিকেশন বোর্ডের বস্ফা। টোকার মূল্যঃ ১৫,৮৩,৪৯২ টাকা। বার্মান মূল্যঃ ২,৪৯,৭০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ০১ মাস। জরমিক নং, ৩, টোকার নংঃ ইএলইজি-৩টি-১২৯২-২০৫৫-২৬, কাজের বিরম্বহঃ ডিভিশনে পিটি সিসকন্ট্রোল রুম অতিক্রমের সোের অতুলসী কেমবোর্ড বস্ফা। টোকার মূল্যঃ ১৮,৮৩,৪৯২ টাকা, বার্মান মূল্যঃ ২,৫৭,৭০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ০১ মাস। জরমিক নং, ৪, টোকার নংঃ ইএলইজি-৩টি-১২৯২-২০৫৫-২৬, কাজের বিরম্বহঃ ক্যাবিনেট, সিসকন্ট্রোল এবং সেলের ভান্না আয়োড সিআইবিই-র বস্ফা। টোকার মূল্যঃ ১৪,৮২,১৯০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ০২ মাস। জরমিক নং, ৪, টোকার নংঃ ইএলইজি-৩টি-১২৫৩-২০৫৫-২৬, কাজের বিরম্বহঃ এলএইচবি/হেলসেট-রি/(এসিগারার এবং এলডিএইচ)-১-এর অর্থীনে ইলেকট্রিক্যাল আয়োটের প্রতিক্ষায়ন এবং আশেপাশের দূর দূরির বস্ফা। ইলেকট্রিক্যাল আয়োটের মালিগাংগিলা পারকমব্ফা। টোকার মূল্যঃ ৪৪,৫০,১৬২ টাকা, বার্মান মূল্যঃ ১২,৮০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১২ মাস। জরমিক নং, ৬, টোকার নংঃ ইএলইজি-৩টি-১২৯২-২০৫৫-২৬, কাজের বিরম্বহঃ (১) শিয়ালদহ ডিভিশনের ৭টি ট্রেস (এলএইজি-৩টি, কোবিসিবি, বিএলএইজি, পিসিটিজি, ডিইজি এবং জিবিবি) আউটসেটস ট্রেন ট্রেস ইন্ডিকেশন বোর্ডে প্রতিক্ষায়ন করবার পক্ষে হয়ে যাবে। (২) আরবি কর্তৃক ইয়াকুভ এমএইচ বাউন্ড মাইন অনুযায়ী শিয়ালদহ ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল, বিডিওয়াইবি, বিজিউজি, ডিইউকেজি, ডিইউজিই, জিআইএ, জিইউজিএএলএ, জেটিপি, কোলোজিয়ার, ডিউকেজি, জিবিউজি, পিসিএলএ, এলসেপিসিয়ার, এলএলইউ, এলএসপি, এলএসআরটি, বিজিএইচ, জিউন, এইএইএলএল, টিএলএলএ, টিউকেএ, বিএলওয়াইবি, বিথ্যারিসিবে, পিটিকোম্বার, ডিউকেজি, ডিউজিএআরএ, এনবিই, জিবিপি, এলবিইবি, জেটিজিএলএ, কোলসেলসিবে, কোলসগোইএম, পিটিজিএ, পিসিগারার, টিউজিএল, এলএসএলএ (স্লো) স্টেশনে ট্রেস ইন্ডিকেশন বোর্ডের বস্ফা এবং বস্ফাঙ্গ রূপ স্টেশন সেলস/এলটিইএস-এর মাধ্যমে নিউজিপি, এছাট, কেএইচজিআর, কোজুডিপি, এমএসএ, এমটিজি, পিসিউএল, এলবিজিআর, টিউকেএল, বিবিডিবি, বিবিআর, বিএজিবি, বিজিউজিআর, ডিউকে, জিএলএ, এলটিবি, এলএসএল, বিথ্যারএলএ, এজি, বিজিউকে, এলএসকোম্বার, বিজিউজি, বিসিগুন, এলএলএল, এলএজি (রেক) স্টেশনে ট্রেস ইন্ডিকেশন বোর্ডের বস্ফা। টোকার মূল্যঃ ২,৪১,৬৬,৬৭১ টাকা, বার্মান মূল্যঃ ২,৭১,০০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ০১ মাস। আউটারাইপিএল-তে টোকার প্রকল্পের তারিখঃ ২৪.০৬.২০২৫ (জরমিক নং, ১-এর জন্য) এবং ২৫.০৬.২০২৬ (জরমিক নং, ২ থেকে ৬-এর জন্য)। টোকার বস্ফার তারিখঃ ১ সময়ঃ ১৪.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো (জরমিক নং, ১-এর জন্য) এবং ১৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো (জরমিক নং, ২ থেকে ৬-এর জন্য)। বিজিউ তারিখঃ ১৫.০৩.২০২৬ তারিখ (জরমিক নং, ১-এর জন্য) এবং ০২.০৪.২০২৬ তারিখ (জরমিক নং, ২ থেকে ৬-এর জন্য)। বিসিউ টোকার বিজিউ এবং সময়ে সময়ে ইয়াকুভ সসেনাদনী www.irreps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

SDAM-448/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.irreps.gov.in-এ ৫৩ তারিখ বিজিউ পাওয়া যাবে

আমাদের অদূরত্ব কক্ষঃ  EasternRailway  [easternrailwayheadquarter](https://www.facebook.com/easternrailwayheadquarter)

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
(একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২৭ তল, ১৩৪৫, ওয়ার পলিটিক্যাল বোর্ডনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পান্টা, বিহার ৮০০০১৩ রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩৩ (এমএসএসটি রোড), কাটিয়াসহি, হারহায়া, বারাসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫
সিকিউরিটি ইন্সট্যান্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুপসঃ, ২০০৫ এর বিবি চ(১) এর অধীনে
স্বাৱ সম্পত্তির দখল নোটিশ
আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইশন আন্ড রিকনস্ট্রাকশন আন্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি ইন্সট্যান্ট আই, ২০০২ এর অধীনে)এছাড়া আরো কিছু রয়েছে এবং সিকিউরিটি ইন্সট্যান্ট (এনফোর্সমেন্ট) ফল, ২০০২ এর ফল ৩ নং পিউচ ধারা ১৬(১১) এর অধীনে প্রস্তুত ক্ষমতা প্রোগ্রাম করে জানানো যাচ্ছে যে, হনুমাদিহত কর্তৃক ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর প্রতি একটি দাবি নোটিশ জারি করছেন। এই নোটিশটি নিচে উল্লিখিত তথ্যের উপস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। (১) ঋণগ্রহীতার নামঃ (২) ঋণগ্রহীতার ঋণঃ (৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (১৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (২৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৩৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৪৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৫৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৬৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৭৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৫) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৬) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৭) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৮) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৮৯) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৯০) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৯১) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৯২) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৯৩) ঋণগ্রহীতার ঋণের বিবরণঃ (৯৪) ঋণগ্রহীতার ঋণের

